ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-345 ■ 23 September, 2024 ■ আগরতলা ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৬ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ছেলেমেয়েদের সঠিক দিশা দেখাতে বইয়ের প্রয়োজনীতা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। বই জ্ঞান অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। বইয়ের কারণেই আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরা বজায় থাকে। আর এই বইকে জনসাধারণের মাঝে পৌঁছে দেন বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়ীগন। এইক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের সঠিক দিশা দেখাতে তাঁদের ভূমিকাও অপরিসীম।

রবিবার আগরতলার মহারাণী তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা উদ্বোধনী পর্বে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এখানে বিভিন্ন দাবিদাওয়া রাখা হয়েছে। এবিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে নিশ্চয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপনাদের প্রতিনিধি হয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সংখ্যাধিক্যের কারণে আমরা সরকার গঠন করেছি। কাজেই আমাদের দায়িত্ব বর্তায় কোথাও সমস্যা হলে তার সমাধান করা। আপনাদের পেশা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্ব রয়েছে অনেক।

ছোটবেলা থেকেই আমরা দেখে এসেছি পরীক্ষার পরে রেজাল্ট বের হলেই বইয়ের জন্য বইয়ের দোকানে যেতে হয়। যা অন্যরকম অনুভূতি। বই মানুষের চেতনার সীমানা বাড়ায়। বই হচ্ছে সমাজের একটা প্রতিবিম্ব। এরকম একটা মহান পেশার সঙ্গে আপনারা যুক্ত রয়েছেন। আপনাদের সমস্যাগুলি কিছুটা হলেও সমাধানের চেষ্টা করেছি। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অনেক বই রয়েছে। যার কোন সীমানা নেই। বই কেনার জন্য সাধারণ মানুষ উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতেন। এখনো বহু মানুষের এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার শখ রয়েছে। বই পড়ার মধ্যে যে মাহাত্ম্য রয়েছে সেটা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ সেপ্টেম্বর।। দিনের পর দিন যেভাবে সভ্য সমাজের কথিত সভ্যতার মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে একের পর এক ধর্ষণ সহ শ্লীলতাহানির ঘটনা গুলো সামনে আসছে তা কিন্তু নিশ্চিতভাবে আতঙ্কের। এবার তেলিয়ামুড়া শহর লাগুয়া এলাকার এক যুবক কর্তৃক একই থানা এলাকায় এক নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে ধর্ষণের অভিযোগ সামনে এসেছে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট তৎপরতার সাথে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত দুলাল মিয়া(২১)কে গ্রেফতার করেছে। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া থানা সূত্রে জানা গেছে, দুলাল মিয়ার সাথে এক নাবালিকা হিন্দু নাবালিকা মেয়ের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার অভিযুক্ত দুলাল সেই নাবালিকা কন্যাটি”কে ফুঁসলিয়ে বড়মুড়া ইকো পার্কে নিয়ে যাওয়ার পর জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে মেয়েটির বাড়িতে আসার পর পরিজনদের বিষয়টা জানালে তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজীব দেবনাথের বক্তব্য, অভিযুক্ত দুলালকে কোর্টে প্রেরণ করার পর পরবর্তী তদন্তকাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এদিকে এইভাবে এক সংখ্যালঘু যুবক দ্বারা হিন্দু নাবালিকার সাথে সংগঠিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী-বাইডেনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। কলকাতায় তৈরি হতে পারে ‘সেমিকন্ডাক্টর কারখানা’। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এক বিবৃতি জারি করে এই কথা জানানো হয়েছে। চতুর্দেশীয় অক্ষ বা কোয়াড সদস্য রাষ্ট্রগুলির বৈঠকে যোগ দিতে আমেরিকায় গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তার মাঝেই দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকেই কলকাতায় ‘সেমিকন্ডাক্টর কারখানা’ তৈরির সম্ভাবনাময় দিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে দু’পক্ষের। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, এর ফলে দুই দেশেরই কর্মসংস্থান তৈরি হবে।এই কারখানা তৈরির মূল উদ্দেশ্য ইনফ্রারেড, গ্যালিয়াম নাইট্রাইড এবং সিলিকন কার্বাইড সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করা। যা ভারতের ‘সেমিকন্ডাক্টর মিশন’-এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বলে দাবি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের।

আমেরিকা সফরে গিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে একগুচ্ছ উপহার নিয়ে গিয়েছেন আমেরিকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মসংস্থানের দাবিতে বাম যুবাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করা, সরকারি দপ্তরে আউটসোর্সিং প্রথা বন্ধ করা, সরকারি দপ্তর গুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা সহ ৩ দফা দাবিতে রবিবার বাম ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি সংঘটিত করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন, বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবি জানিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে গণ চিঠি প্রেরণ করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। বেকারদের কর্মসংস্থান দিতে ব্যর্থ বিজেপি সরকার। চাকুরীর অভাবে বেকার যুবক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরনো বিধায়ক আবাসন না ছাড়া নিয়ে সুদীপকে বিঁধল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোলা কংগ্রেসের অভিযোগ খন্ডন করলেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের তোলা বিভিন্ন অভিযোগের স্পষ্ট জবাব দেন তিনি।

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের পুরনো এমএলএ হোস্টেল নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, সমস্ত বিধায়কদের জন্য উন্নত সুবিধাযুক্ত নতুন এমএলএ হোস্টেল স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে বেশিরভাগ বিধায়করাই নিজেদের আবাসনে বসবাস করছেন। কিন্তু দুইবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সে নতুন সর্ব সুবিধাযুক্ত এমএলএ হোস্টেলে যেতে রাজি নন। পুরাতন এমএলএ হোস্টেলে তিনি দুটো কোয়াটার দখল করে আছেন। বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই কোয়াটার দুটি হস্তান্তর করছেন না। কেন সুদীপ রায় বর্মন নতুন এমএলএ হোস্টেলে যেতে রাজি নন, সেই প্রশ্নই তোলা হয় বিজেপির তরফে।

এদিকে সমসাময়িক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেসের তোলা অভিযোগ খন্ডন করে তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতিতে রাজ্যের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই সম্পর্কে কোন ধারণা নেই কংগ্রেসের। বন্যা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে তাদের দেখা যায়নি। তিনি আরো বলেন এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর আগে ত্রিপুরায় সংঘটিত হয়নি। যার ফলে এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সময় লাগবে। বন্যার ফলে যে ক্ষয়ক্ষতিগুলি হয়েছে সেগুলি ছাড়াই করা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ।তিনি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিজেপি তপশিলী মোর্চার গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। রাহুল গান্ধী ক্ষমতায় এলে তপশিলি জাতিদের সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন। এরই প্রতিবাদে রবিবার বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে গণ অবস্থান সংঘটিত করে প্রদেশ তপশিলির মোর্চা।

সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়ে কংগ্রেস নেতার রাহুল গান্ধী মন্তব্য করেছেন, কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে সংরক্ষণ প্রথা তুলে দেবেন। আর তাতেই সরভ হন বিজেপি দলের তপশিলি মোর্চা সংগঠন। এদিন বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে দেড় ঘন্টা গণ অবস্থান সংঘটিত করা হয়।

সংগঠনের নেতৃত্বরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে এদিন এই গণ অবস্থান সংগঠিত করা হয়েছে। রাহুল গান্ধীর এ ধরনের সংরক্ষণ বিরোধী মনোভাব অনুভবেই সফল হতে দেওয়া হবে না বলে জানান নেতৃত্বরা।

তিন কুখ্যাত চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ সেপ্টেম্বর।। গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প এলাকায় আলী এরশাদের বাড়িতে গত ২০ সেপ্টেম্বর চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিশালগড় থানা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ৩ কুখ্যাত চোর। উদ্ধার সেলু মেশিন।

গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় আলী এরশাদের বাড়ি সহ মুদির দোকানে চোরের দল গত ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে হানা দিয়ে একটি সেলু মেশিন সহ দোকান থেকে প্রচুর পরিমাণে মোদী মাল এবং এলাকারই এক বাড়ি থেকে একটি কাপড় সেলাই মেশিন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রী নিখোঁজ মামলা ঃ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে নিখোঁজ নাবালিকা ছাত্রী। বিশালগড় থানায় একটি নিখোঁজ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে নিখোঁজ অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক নাবালিকা ছাত্রী। রবিবার দুপুরে বিশালগড় মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবারের সদস্যরা। জানা যায়, মধ্য ব্রজপুর এলাকার ফনিভূষণ গোস্বামীর নাবালিকা বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত।

শনিবার সকালে বাড়ি থেকে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় আসার পর সে আর বাড়ি ফিরে যায়নি। ক্লাসরুমের বেঞ্চের মধ্যে রয়েছে সমস্ত বই খাতা। পরিবারের সদস্যরা নাবালিকা ছাত্রীকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুজোয় ডিজে ব্যবহার না করার পরামর্শ মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে মায়ের গমন এবং শারদ সম্মানকে সামনে রেখে রবিবার বিকেলে এক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের সভা থেকে ডিজে ব্যবহার বন্ধ রেখে সনাতনীদের পরম্পরা গুলো পুজো মণ্ডপে তুলে ধরার পরামর্শ দিলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে মায়ের গমন এবং শারদ সম্মানকে সামনে রেখে রবিবার বিকেলে আগরতলা মুক্তধারা অডিটোরিয়াম হলে এক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়ের মনিকা দাস দত্ত। এছাড়াও পুরনিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ড: বিশাল কুমার, পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ড: কিরণ কুমারকে, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে সচিব পিকে চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আলোচনা করতে গিয়ে আগরতলা পৌর নিগমান মেয়র দীপক মজুমদার বলেন একসময়ে রাজ্যের দুর্গাপূজা মানে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন এইসব শোনা যেত। বর্তমানে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এগুলো আর শোনা যায় না। শান্তি ও আনন্দ সহকারে এবং সুচারুরূপে দুর্গা পূজার সম্পন্ন হচ্ছে রাজ্যে। এবারও যাতে শান্তি ও আনন্দের ধারা অব্যাহত থাকে সেই আহ্বান করেন তিনি। তাছাড়া পুজোয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটিতে গাছ ভেঙ্গে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২২ সেপ্টেম্বর।। কল্যাণপুর থানার বহু পুরনো একটি আমগাছ আচমকাই বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি সহ তার ছিড়ে ভেঙ্গে পড়ে। অল্পেতেই রক্ষা পায় পথ চলতি মানুষ, যানবাহন সহ আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল।

সেই বিষয়টি কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী জানা মাত্রই গাছটিকে কেটে সরানোর জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের সাথে কথা বলেন। তারপর মহকুমা শাসকের তত্ত্বাবধানে থাকা কল্যানপুর স্কাউটস এন্ড গাইডসের দুর্যোগ মোকাবেলা দলকে খবর দেন।

তৎক্ষণাৎ দুর্যোগ মোকাবেলা দল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোমতী নদীকে দূষণমুক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে সোনামুড়া মহকুমার শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর পরিদর্শন করেন। সেখানে পৌঁছানোর পর তাকে বিএসএফ জওয়ানদের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর রাজ্যপাল শ্রীমন্তপুরে গোমতী নদীতে নির্মিত জেটি পরিদর্শন করেন এবং গঙ্গাপূজায় অংশগ্রহণ করেন। পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কর্মরত বিজিবির সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মিষ্টি বিতরণ করেন। তাছাড়াও তিনি শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল স্থলবন্দরের সংস্কার ও সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দরের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার দেবাশিস নন্দী এবং বিএসএফ-এর ডিআইজিকে নির্দেশ দেন।

রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এরপর শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দরের মিলনায়তনে একটি সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় রাজ্যপাল স্থলবন্দরের কার্যপ্রণালী, দু’দেশের নাগরিকদের যাতায়াত সহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হন। সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে রাজ্যপাল গোমতী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি’র ডায়ালিসিস রোগীদের দুর্ভোগ, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে ডায়ালিসিস বিভাগে রোগীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এ বিষয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। জিবি হাসপাতালে ডায়ালসিস বিভাগে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে রোগীদের। চিকিৎসা পরিষেবা একদম ভালো নেই। বলছেন রুগীর পরিজনরা। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার সাথে দেখা করতে আসেন ভুক্তভোগীরা। তাদের অভিযোগগুলো তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে আটকে দেয়।এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেন রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। অবিলম্বে জিবি হাসপাতালের ডায়ালসিস বিভাগে পরিষেবার মান উন্নত করার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

জাগরণ আগরতল২৩ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
৬ আশ্বিন, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাস ফিরিবে না

জম্মু-কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরাইয়া নিবার মধ্য দিয়া শান্তির প্রয়াসকে বাস্তবিক অর্থেই কার্য্যকর করিবার প্রয়াস নিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার গঠন করিবার লক্ষে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রথম দফার ভোট সম্পন্ন হইয়াছে। ব্যাপক সংখ্যক জনগণ ভোটে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। জম্মু-কাশ্মীরের জন্য এটি একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রয়াস জম্মু-কাশ্মীরে শান্তির পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

কাশ্মীরে প্রথম দফা নির্বাচনের পর ভোটের উত্তাপ আরও কিছুটা বাড়িয়াছে। সেই উত্তাপের মাঝে জম্মু-কাশ্মীরের মেন্ধার বিধানসভা আসনে সভা করিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে তিনি বলেন, এই নির্বাচন কাশ্মীরের তিনটি পরিবারের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটিতেতে চলিয়াছে।

আব্দুল্লাহ পরিবার, মুফতি পরিবার এবং নেহরু-গান্ধী পরিবার - এই তিনটি পরিবার কাশ্মীরে গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যদি ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় না আসিত, তাহা হইলে এখানে পঞ্চায়েত, ব্লক এবং জেলা স্তরের নির্বাচনও দিনের আলো দেখিত না। মোদী সরকার কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদকে খতম করিয়াছে বলিয়াও এদিন দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁহার কথায়, মোদী সরকার যুব সমাজের হাতে পাথরের বদলে ল্যাপটপ তুলিয়া দিয়াছে। মোদীজি ক্ষমতায় আসার পরে ওবিসি, পিছাইয়া পড়া জাতি, গুজ্জর বাকরওয়াল এবং পাহাড়িরা সংরক্ষণ পাইয়াছে। যখন এই বিল সংসদে পেশ করা হয় তখন ফারুক আবদুল্লার দল তাহার বিরোধিতা করিয়াছিল। পরে আমরা সকলকেই সংরক্ষণের আওতায় এনে আমাদের দেওয়া কথা পূরণ করিয়াছি।এর পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারে আসিয়া অমিত শাহ বলেন, হাজার হাজার যুবক সন্ত্রাসবাদের বলি হইয়াছেন কাশ্মীরে। এই তিন পরিবার তাহা আটকাইতে পারেনি। মোদী সরকার আসার পরই যুবকদের হাতে পাথরের বদলে ল্যাপটপ তুলে দিয়াছে বিজেপি। ওমর আবদুল্লা বলিয়া গিয়াছেন, এখানে আবার সন্ত্রাস ফিরিবে। শাহ বলেন, কেন্দ্রে আমাদের সরকার রহিয়ায়েছে, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মোদীজি প্রধানমন্ত্রী। সুন্দর কাশ্মীরে আমরা সন্ত্রাসবাদকে ঢুকিতে দেব না। গত ১৮ সেপ্টেম্বর প্রথম দফা ভোটে ৬১.৩৮ শতাংশ ভোট পড়িয়াছে। প্রথম দফায় মোট ২৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হইয়াছে। পরের দফা ভোট রহিয়াছে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর। ২০১৯ সালের অগাস্টে ৩৭০ ধারা তুলিয়া নেওয়ার পর থেকে কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছিল। তারপর এই প্রথম উপত্যকায় ভোটগ্রহণ চলছে। মোট তিন দফায় কাশ্মীরে ভোটগ্রহণ চলিবে। তৃতীয় দফার ভোট হবে আগামী ১ অক্টোবর। ৯০ আসনের কাশ্মীর বিধানসভায় শেষ অবধি কারা জয় পায়, সেদিকেই সকলের নজর থাকিবে।

রেললাইনে গ্যাস সিলিন্ডার, উত্তর প্রদেশে থমকে গেল কানপুর থেকে প্রয়াগরাজগামী মালগাড়ি

কানপুর, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রেললাইনে নাশকতার ছক! চালকের তৎপরতায় দুর্ঘটনা এড়ালো একটি মালগাড়ি। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের প্রেমপুর স্টেশনের কাছে। রেল সূত্রে খবর, কানপুর থেকে প্রয়াগরাজের দিকে যাচ্ছিল মালগাড়িটি। সকাল ৫.৫০ মিনিট নাগাদ প্রেমপুর স্টেশনের কাছে রেললাইনের উপর একটি ৫-লিটার খালি গ্যাসের সিলিন্ডার পড়ে থাকতে দেখেন ওই মালগাড়ির চালক। সঙ্গে সঙ্গে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে থামান মালগাড়িটিকে। খবর পৌঁছয় রেলের আধিকারিকদের কাছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে রেলের আধিকারিকরা দেখেন, লাইনে পাঁচ লিটারের একটি গ্যাসের খালি সিলিন্ডার পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে লাইন থেকে সরিয়ে দিয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল।

পুরুলিয়ার মধুতটি বাসস্ট্যান্ডের কাছে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু একজনের, জখম ৩

পুরুলিয়া, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পুরুলিয়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। জখম হয়েছেন আরও ৩ জন। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধুতটি বাসস্ট্যান্ডের কাছে। এক সাইকেল আরোহীর সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষের জেরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। জখম ৩ জনের মধ্যে দু'জনকে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম মনোজ মাল (১৮)।

দুর্ঘটনায় আহত রাজ্যসভার সাংসদ সুভাষ বরালা

চণ্ডীগড়, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন হরিয়ানার রাজ্যসভার সাংসদ সুভাষ বরালা। তাঁকে হিসারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর কোমর, ঘাড়ে ও হাতে আঘাত লেগেছে। দুর্ঘটনায় তাঁর গাড়ির চালকও জখম হয়েছেন।

বিজেপির এক রাজ্য কর্মকর্তা জানান, লোহারু বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী জেপি দালালের হয়ে প্রচারের জন্য বরালার ৭ থেকে ৮টি গ্রামে কর্মসূচি ছিল। কর্মসূচি সেরে তিনি হিসারে আসছিলেন। শেরপুরা গ্রামের কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছে ধাক্কা মারে। বরালা ড্রাইভারের পাশেই বসেছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁর ডান হাতে, ঘাড়ে ও কোমরে আঘাত লাগে। রবিবার সকালে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান হিসারের বিজেপি প্রার্থী ড. কমল গুপ্ত।

ট্রেনের মধ্যেই চলছে থানা! অভিনব উদ্যোগ পাঁশকুড়ায়

পাঁশকুড়া, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বন্যা পরিস্থিতি। খারাপ পরিস্থিতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেও। তাই পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় একটি স্টাফ স্পেশাল ট্রেনের মধ্যেই চলছে জিআরপি থানা। সেখানেই অভিযোগ নেওয়ার কাজ চলছে। জানা গিয়েছে, বর্তমানে ১৭ জন জিআরপি আধিকারিক এখানে কাজ করছেন। পাঁশকুড়া রেল কোয়ার্টারে বসবাসকারী রেলকর্মীদের পরিবারও এই স্টাফ স্পেশাল ট্রেনের কামরায় রয়েছেন।

রবিবার ফের সিবিআই দফতরে বিরূপাক্ষ, তলব টালা থানার এক পুলিশকেও

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার সকালে সিবিআই এর দফতরে হাজিরা দিলেন চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। শনিবার রাত পর্যন্ত সিবিআই এর জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন বিরূপাক্ষ এবং অভীক দে। এরপর রবিবার সকালে সিবিআই দফতরে আসেন বিরূপাক্ষ।

এছাড়াও এদিন সিবিআই এর দফতরে হাজিরা দেন টালা থানার এক পুলিশ আধিকারিক। আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক খুন এবং ধর্ষণের তদন্তে টালা থানার ওই পুলিশকে তলব করেছিল সিবিআই।

রাধাকৃষ্ণাণ, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ

পিন্টু সান্যাল

উপনিষদ বিশ্বের প্রাচীনতম এবং গভীরতম দার্শনিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি। এটি ভারতীয় দর্শনের মর্মবাণীকে তুলে ধরে এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। উপনিষদের শিক্ষাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে এবং এর গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, এবং ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, যার জীবন ও কর্মের মাধ্যমে উপনিষদের শিক্ষা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

রাধাকৃষ্ণণ ১৮৮৮ সালে তামিলনাড়ুর একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজ থেকে পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীতে দর্শনশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। যদিও তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা পাশ্চাত্য দর্শনে কেন্দ্রীভূত ছিল, তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন উপনিষদের শিক্ষায়। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় দার্শনিক গ্রন্থগুলিতে জ্ঞানের এমন গভীরতা রয়েছে যা সমগ্র মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উপনিষদকে শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে দেখেননি, বরং একে একটি সর্বজনীন এবং মানবিক আধ্যাত্মিক দর্শন হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদের মূল দর্শন এবং তার গুরুত্বকে শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের কাছেও তা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি উপনিষদের শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তিনি তার লেখায় এবং বক্তৃতায় উপনিষদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন, যা দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। রাধাকৃষ্ণণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপনিষদের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি উপনিষদের মূল শিক্ষা, যেমন আত্মার ধারণা (আত্মন) এবং সর্বশক্তিমানের ধারণা (ব্রহ্ম), দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কিভাবে এই শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাসঙ্গিক।

রাধাকৃষ্ণণ ১৯৩৬ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পাল্ডিং প্রফেসর অব ইস্টার্ন রিলিজিয়নস অ্যান্ড এথিক্স পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে তিনি উপনিষদ এবং ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা দেন। এই সময়ে তিনি উপনিষদের শিক্ষা সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের শিক্ষাবিদদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। রাধাকৃষ্ণণ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনিষদ এবং ভারতীয় দর্শন নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি উপনিষদের গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে মার্কিন শিক্ষাবিদ ও ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। রাধাকৃষ্ণণ ১৯৪৮ সালে ইউনেস্কোতে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলেন। এখানে তিনি উপনিষদ এবং ভারতীয় দর্শনের সার্বজনীনতার ওপর জোর দেন এবং বিশ্বশান্তি ও সমঝোতার জন্য এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদ এবং ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে প্যারিস ও জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে বক্তব্য রাখেন। তিনি এখানে উপনিষদের শিক্ষা ও মানবতার সার্বিক উন্নয়নের জন্য তার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

রাধাকৃষ্ণণের বিশেষত্ব ছিল তাঁর গভীর দার্শনিক দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা। তিনি উপনিষদের জটিল এবং গভীর বিষয়গুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য এবং বোধ্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর মতে, উপনিষদের মূল শিক্ষা হলো মনুষ্যত্বের উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করতেন যে উপনিষদের শিক্ষায় মানবজাতির জন্য চিরন্তন সত্য এবং নৈতিকতার মূল শিক্ষা রয়েছে, যা সর্বজনীন এবং প্রাসঙ্গিক। রাধাকৃষ্ণণ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষত ''ইন্ডিয়ান ফিলসফি'' এবং ''দ্য প্রিন্সিপাল উপনিষদস'' গ্রন্থে, উপনিষদের শিক্ষাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এগুলোর গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই রচনাগুলো উপনিষদের জ্ঞানের আলোকে একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যা পশ্চিমা বিশ্বের দার্শনিকদের মধ্যেও বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

রাধাকৃষ্ণণের জীবন ও কাজ উপনিষদের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি উপনিষদের গভীর দার্শনিক জ্ঞানকে সার্বজনীন করে তুলেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে এটি কেবল ভারতীয়দের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য মূল্যবান। তাঁর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, উপনিষদ আজও বিশ্বব্যাপী অধ্যয়ন এবং প্রশংসার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদ সম্পর্কে ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্তি দূর করতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিক্ষাবিদরা উপনিষদকে প্রায়শই একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে বিচার করতেন, যেখানে তারা প্রাচ্যতত্ত্বের (Orientalism) দৃষ্টিকোণ থেকে উপনিষদের জ্ঞানকে অবমূল্যায়ন করতেন। তারা উপনিষদের গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে প্রায়শই অতিপ্রাকৃত বা অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করতেন। রাধাকৃষ্ণণ এই ভুল ধারণাগুলোকে সংশোধন করতে উদ্যোগী হন। তিনি তাঁর গ্রন্থ এবং বক্তৃতার মাধ্যমে উপনিষদের গভীর দার্শনিক দিকগুলোকে ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি যুক্তি দেন যে উপনিষদের শিক্ষা কেবল আধ্যাত্মিক নয়, বরং এটি মনোবিজ্ঞান, নৈতিকতা, এবং জীবনের সার্বিক দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করে। রাধাকৃষ্ণণ দেখান যে উপনিষদে বর্ণিত আত্মা ও সর্বশক্তিমানের সম্পর্ক একেবারেই যুক্তিসম্মত এবং তা মানুষের জীবনের গভীরতম প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে সক্ষম। তাঁর এই প্রচেষ্টা ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের উপনিষদ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করতে সহায়ক হয় এবং উপনিষদের গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা পায়। রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদকে কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে নয়, বরং মানবতার সার্বিক কল্যাণের জন্য একটি দর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, উপনিষদ সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করতে পারে এবং বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাঁর গ্রন্থ The Principal Upanishads এ তিনি উপনিষদের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেছেন। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করতেন যে উপনিষদের মূল শিক্ষা হলো একত্বের ধারণা, যা ''আত্মা'' (আত্মন) এবং ''ব্রহ্ম'' (সর্বশক্তিমান) এর মধ্যে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। তাঁর মতে, এই শিক্ষা কেবল একটি নির্দিষ্ট ধর্ম বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাসঙ্গিক। উপনিষদে বলা হয়েছে, " " (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) অর্থাৎ, "এই সমস্তই ব্রহ্ম"। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে সমগ্র সৃষ্টিই এক এবং অভিন্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবজাতির মধ্যে বিভাজনের পরিবর্তে একত্ব ও ঐক্যের বোধ জাগ্রত করতে সহায়ক হতে পারে।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদের এই একত্বের দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বোপাসনা সমন্বয়ের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, উপনিষদের এই শিক্ষা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সাধারণ মূল্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে সহায়ক হতে পারে। উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে যে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (একই সত্যকে জ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন)। এটি বিভিন্ন উপাসনার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে। রাধাকৃষ্ণণ তাঁর 'Hindu view of life' বইতে বলেছেন "That the Hindu solution of the problem of the conflict of religions is likely to be accepted in the future seems to me to be fairly certain" এখানে 'Hindu Solution' বলতে হিন্দু জীবন পদ্ধতির দিকেই নির্দেশ করেছেন যার দার্শনিক ভিত্তি 'উপনিষদ'। রাধাকৃষ্ণণ মনে করতেন, যদি বিভিন্ন উপাসনার মানুষ উপনিষদের এই সার্বজনীন সত্যকে গ্রহণ করেন, তবে তা ধর্মীয় সংঘাত ও বিভেদের অবসান ঘটাতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উপনিষদের এই শিক্ষা উপাসনা পদ্ধতির পারস্পরিক সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সর্ব উপাসনা সমন্বয়ের জন্য একটি আদর্শ ভিত্তি প্রদান করতে পারে। তিনি নির্দিধায় বলতে পেরেছিলেন যে বিশ্বের সমস্ত পরবর্তী দার্শনিক মতগুলি নিজেদের উপনিষদের বলিষ্ঠ যুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সচেষ্ট হয়েছিল - "Later Systems of philosophy display an almost pathetic anxiety to accommodate their doctrines to the views of the Upanishads– even if they can not father them all on themƒEvery revival of idealism in India has traced its ancestry to the teaching of the Upanishads."। রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদের শিক্ষা দ্বারা বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধানেরও পথ দেখতে পেয়েছিলেন। আজকের বিশ্বে জাতীয়তা, বর্ণবাদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি সমস্যাগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। রাধাকৃষ্ণণের মতে, উপনিষদের শিক্ষা এই সমস্যাগুলোর সমাধানে সহায়ক হতে পারে। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করতেন যে উপনিষদের শিক্ষা বৈশ্বিক সংঘাতের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করতে পারে। অহিংসা এবং সহনশীলতা বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি হতে পারে। উপনিষদের এই শিক্ষা বিশ্বজুড়ে সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে। উপরন্তু, উপনিষদে যে ব্রহ্ম ও আত্মার সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে, তা মানুষের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়বিচারের বোধ জাগ্রত করতে সহায়ক হতে পারে। রাধাকৃষ্ণণ মনে করতেন যে যদি মানুষ উপনিষদের এই শিক্ষা অনুসরণ করে, তবে অর্থনৈতিক বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য এবং জাতিগত সংঘাতের অবসান ঘটতে পারে। উপনিষদ মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার বোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম, যা বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ''The Philosophy of Upanishads'' গ্রন্থে তিনি এই বিষয়গুলোকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। রাধাকৃষ্ণণের মতে, ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবনেও উপনিষদের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উপনিষদে অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলি জাতির মানসিক ও নৈতিক পুনর্গঠনে সহায়ক হতে পারে। উপনিষদের শিক্ষাগুলি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে সাম্য, ন্যায়, এবং নৈতিকতার বোধ জাগ্রত করতে পারে।রাধাকৃষ্ণণ মনে করতেন যে উপনিষদের শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ আত্ম-উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হতে পারে, যা সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে সহায়ক হবে। তিনি উপনিষদের অহিংসা, সত্য এবং ধৈর্যের শিক্ষাকে জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। উপনিষদের এই সার্বজনীন মূল্যবোধগুলি নতুন প্রজন্মের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, নৈতিকতা, এবং আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে, যা ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৬ বার ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন আর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ১১ বার মনোনয়ন পেয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সাহিত্য 'প্রস্থানাত্রয়ী' অর্থাৎ 'ভগবদগীতা' , 'ব্রহ্মসূত্র' ও 'উপনিষদ'-এর অনুবাদ,ব্যাখা ও বর্তমান বিশ্বে তাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই ছিল অর্থাৎ ভারতীয় শাস্ত্রের সাহিত্যিক গুণকেও বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি দানে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্য আর এক নোবেলজয়ী সাহিত্যিক উপনিষদের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একমত।

শারদীয় দুর্গা নয়, বিভূতিভূষণের দুর্গাই প্রথম বিশ্বভুবনজয়ী

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাঙালির মূল্যবোধে নারীর অস্তিত্ব মূলত দেবী আর দাসীত্বে আবর্তিত। শ্রেষ্ঠত্ববোধে নারীর পরিচয় দেবীর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যও - বর্তমান। অব্রাহ্মাণ হলেই দেবী দাসী হয়ে - ওঠে। অন্যদিকে দাসীর দীনহীন প্রকৃতি হলেও তার মধ্যে মানবিক অস্তিত্বই স্বাভাবিকতা লাভ করে। সেক্ষেত্রে দেবীত্বের অসাধারণত্ব শুধু সম্ভ্রম জাগায় না, বরং দূরত্বও তৈরি করে। বাস্তবের রক্তমাংসের মানুষের পরিচয় সেখানে এর অপ্রত্যাশিত। দেবীত্বের মুখোশে তার মানবীজীবনই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেখানে রাধার পরকীয়া তত্ত্ব যাও-বা সাধারণ্যে প্রচার লাভ করেছে, স্বকীয়ায় তা মেলেনি। বৈষ্ণব সশাস্ত্রে রসের সেরা মধুর। সেখানে বাৎসল্য রসের আবেদন মুখর হয়ে ওঠে না। ননীচোরা বালগোপালের পরিচয় জন্মাষ্টমীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর অন্যদিকে শাক্ত পদাবলিতে বাৎসল্য রসই না রসিক বাঙালিকে আপন করে নেয়। বৈষ্ণব তা ধর্মের প্রচার অচিরেই থেমে যায়, শাক্ত ন ধর্মও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অথচ উমাকে না নিয়ে বাঙালি উন্মাদনা আজও সচল। - শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র আবর্তিত ব বাঙালি জীবনে দুর্গার মধ্যে উমা রূপের পরিচয় সমুজ্জ্বল। এই উমা বাঙালির ঘরের মেয়ে। বাংলা সাহিত্যেও আমরা অন্য এক উমাকে পাই, সেও এক দুর্গা, বাঙালির রক্তমাংসের মানবী মূর্তি। সে প্রতিমা হয়ে ওঠেনি, তাকে মানুষ করেই গড়ে তোলা হয়েছে।

সেই অন্য দুর্গা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' পথের পাঁচালী'র অপুর দিদি, আমা- শ্রী দের শৈশবের চিরকেলে সাথী। বাংলা সাহিত্যে নারীর নানারূপের কথা নানাভাবে ল উঠে এসেছে। বিশেষত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও যে সংস্কৃতিজাত নবচেতনায় নারী জীবনের পরিচয়ে প্রগতিশীল মানসিকতা আন্তরিক হয়ে ওঠে। সেই নবচেতনায় প্রথম তা আলোকিত ব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুসুদন দত্তই নারীর ছকবন্দি জীবন থেকে বেরিয়ে প্রা আসার পরিচয়কে নিবিড় করে তোলেন। "মেঘনাদবধ কাব্য"-এর প্রমীলা বা মন্দোদরী থেকে 'বীরাঙ্গনা'র বীরাঙ্গনা সবেতেই তার ন পরিচয় মুখর। অথচ সেখানে নারীর - শৈশবই উপেক্ষিত। আবার বাংলা গীতিক বিতার ধারায় নারীর প্রেয়সী ও শ্রেয়সী রূপের পরিচয়েও তা অপ্রাসঙ্গিক। সেখানে নারীকে নিয়েই ''মহিলা কাব্য'' রচিত হয়েছে। নারীর কন্যা-বধূ-মাতাকে নিয়ে কাব্যচর্চা হলেও শৈশবে বেড়ে ওঠা জীবনের কথা গুরুত্ব লাভ করেনি। সেদিক থেকে বিদ্যাসাগরের প্রভাবতী সম্ভাষণ"-এ প্রভাবতীর মৃত্যুশোকেও শৈশব জেগে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথের গল্পেও নারীজীবনের দুঃখ কষ্ট উঠে এলেও তাতে শৈশব পুরুষের ছায়াতেই কায়া বিস্তার করে। শরৎচন্দ্রের মধ্যেও নারীর দ্বৈত সত্তা। একটি মাতৃরূপা, অন্যটি নারীরূপা। রবীন্দ্রনাথের নারীত্বে প্রেরণাস্বরূপ মাধুর্য্য ও পুরুষের লীলা সঙ্গিনীরূপ লালিত্য গুণ বর্তমান। সেখানে ''কাবুলিওয়ালা''র মিনি ছাড়া কারও শৈশব বাঙালিমানসে নিবিড় নয়। আর সেখানেই

বিভূতিভূষণের দুর্গা শুধু অভিনব নয়, নারীর আকাঁড়া শৈশবের মানসপ্রতিভূ। আসলে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে অজান্তেই অভিনব সংযোজন করেছেন। দুর্গা তাঁর অভিনব সৃষ্টি। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে এই দুর্গা ছিল না। যা ছিল, তাও তাঁর সৃষ্টি। তাঁর ''পুইমাচা'' গল্পের ক্ষেন্তিতে দুর্গার শুভ সূচনা। অন্যদিকে 'পথের পাঁচালী'র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে দুর্গা চরিত্রটিই ছিল না। বিভূতিভূষণ পরে বিহারের এক দেহাতি কিশোরীকে দেখে দুর্গা চরিত্রটি গড়ে তোলেন। বাংলার ধুলোমাটিতে গড়ে তোলা দুর্গা অপুর বৈপরীত্যে সজীব হয়ে উঠলেও তার অনন্যতা স্বকীয় বিশেষত্বে প্রতীয়মান। এজন্য অপুর দিদির সম্পর্কেই চরিত্রটি নিঃস্ব হয়ে যায়নি, একাকীই বাঙালি নারীর শৈশবের বাতিঘরটি সে জ্বেলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে কল্পনাপি- য়াসী ভাইয়ের জীবন রক্ষা করার সহজাত মাতৃত্ববোধের পরিচয়ও বর্তমান। বিস্ময়মুগ্ধ বালক অপুকে বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচয় করেই তার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি, প্রকৃতির অবারিত খাদ্যের আস্বাদনে ভরপুর জীবনের হাতছানিতের তার শৈশবেই অপু প্রকৃতির রূপসুধার পাঠ পেয়েছিল। অবজ্ঞা অবহেলায় দুর্গা চরিত্রটিই সেখানে সজীব হয়ে ওঠে। অপুর কল্পনাপিয়াসী বিস্ময়মু- গ্ধতা তাকে যেমন সাধারণে অসাধারণ করে তোলে, তেমনই দুর্গার অতি সাধারণ প্রকৃতিকেই একান্ত আপন মনে হয়। বিভূতিভূষণ কোনো ভাবেই দুর্গাকে অসাধারণ করে তোলেননি। তার পেটের ক্ষুধা, মনের অতৃপ্তি, চোখের লোভী চাউনি কোনো কিছুই বাদ পড়েনি। অশিক্ষায় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মনের চলনে তার ঘরের অবজ্ঞা তাকে পর করে তুললেও বনে বাদাড়ে সে নিজেকে খুঁজে নেয়। বনজঙ্গ লের ফলমূলে সে তার রসনাতৃপ্তি করে, অভাববোধে চুরি করেও অস্বীকারে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। অথচ ভাইটির প্রতি তার গভীর টান, অনন্ত প্রত্যাশা। এভাবে নির্বিরোধী মনোভাবে চিরকেলে ভাইবোনের শৈশবের পরিচয় আমাদের আবেগঘন করে তোলে। বিভূতিভূষণের দুর্গা দুর্গতিনাশিনী নয়, উমাও নয়, একান্তই "পথের পাঁচালীর দুর্গা। জীবনের পাঁচালিতে তার সজীব প্রকৃতির অভাব দীর্ঘ দিনের। পল্লিবাংলার ঘরের মেয়েদের শৈশবের পরিচয় মিটিয়ে বিভূতিভূষণ প্রকৃত অর্থেই শারদ সাহিত্য উপহার দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২৯-এর মহালয়ার দিনেই "পথের পাঁচালী" বই আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ীও নয়, একেবা- রেই বাংলার ঘরের মেয়ে এই দুর্গা। বিভূতিভূষণের দুর্গা অপুর কাছে শুধু রেলগাড়ি দেখতে চেয়েছিল। সত্যজিৎ রায় তাঁর সিনেমায় রেল দেখার জন্য কাশবনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলা অপুদুর্গাকে দেখিয়েছেন। বিভূতিভূষণের দুর্গার মধ্যে সুপ্ত বাসনাকেই সত্যজিৎ মূর্ত করে তুলেছেন। সেই শরতের কাশফুলেই দেবী দুর্গা জেগে ওঠে, অন্য দুর্গাও হাতছানি দেয়। সে দুর্গা মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনে গড়ে তোলা অপূর্ব মানসী স্বরূপা। তার শরীরে মাটির গন্ধ, মুখে বাংলার আকাঁড়া রূপ, মনে জীবনের সতেজতার পরম পরশ। আর হৃদয়ে বেঁচে থাকার সকরুণ আর্তি। বিভূতিভূষণ সর্বজয়ার আত্মজা করেই দুর্গাকে সৃষ্টি করেছিলেন। বেঁচেবর্তে থাকার জীবন সংগ্রামেই আত্মতৃপ্ত বাঙালি নারীর সত্তায় আমৃত্যু সংগ্রামী। তাদের শৈশব থেকেই ধনে-মনের দারিদ্রের অসুরের সঙ্গে লড়াই করেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। দুর্গা সেই লড়াইয়ে অপরাজিতা। তার মৃত্যু হলেও জীবনীশক্তিতে সে দারিদ্রপীড়িত বাঙালির চিরকালীন শিশুসাথী। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার ডিওয়াইএফআই আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। নিজস্ব ছবি।

জম্মু ও কাশ্মীরে কোনও সন্ত্রাসবাদী অবাধে বিচরণ করতে পারবে না, প্রতিশ্রুতি অমিত শাহের

জম্মু, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে কোনও সন্ত্রাসবাদী অবাধে বিচরণ করতে পারবে না। প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ।

রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ বলেছেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করব না! বিরোধীরা এলওসি জুড়ে বাণিজ্য পুনরুদ্ধার করতে এবং পাথর নিক্ষেপকারীদের মুক্তি দিতে চায়, কিন্তু বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরে কোনও সন্ত্রাসবাদী অবাধে বিচরণ করতে পারবে না।'রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের নৌশেরায় নির্বাচনী জনসভা করেন অমিত শাহ। এই সভা থেকে তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেস, এনসি এবং পিডিপি বছরের পর বছর ধরে আপনাদের সংরক্ষণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে... মোদীজি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বিরোধীরা যা খুশি করুক, তবে আমরা অবশ্যই পাহাড়ি সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ দেব।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এখন আমাদের তেরঙ্গা জম্মু ও কাশ্মীরে গর্বের সঙ্গে উড়ছে, কিন্তু কংগ্রেস এবং এনসি লোকজন বলে, তারা শেখ আবদুল্লাহর পতাকা ফিরিয়ে আনতে চায়। ফারুক সাহেব, যত ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করুন... কিন্তু এখন কাশ্মীরে শুধু আমাদের প্রিয় তেরঙ্গা উড়বে।'

অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে ৩০ বছর ধরে সন্ত্রাস চলে, ৩০ বছরে ৩ হাজার দিন জম্মু ও কাশ্মীরে কারফিউ ছিল, ৪০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন, ফারুক সাহেব, সেই দিনগুলোতে আপনি কোথায় ছিলেন? বলি, কাশ্মীর যখন জ্বলছিল, ফারুক সাহেব লন্ডনে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। মোদীজি এসে সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করছেন।'

পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশে বন্ধ হল বৃত্তি পরীক্ষা, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

বারুইপুর, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পঞ্চায়েত প্রধান ফতোয়া জারি করেছেন, আর সেই কারণে বন্ধ বৃত্তি পরীক্ষা। ফলে পরীক্ষা দিতে এসে ফিরতে হল ছাত্রছাত্রীদের। পরীক্ষা কেন্দ্রে ঝুলছে তালা। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুর দুটো নাগাদ। অভিযোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের রামনগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত প্রধান সোমনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশে পরীক্ষা বন্ধ করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছে। এর জেরে বারুইপুর উত্তরভাগ সত্যানন্দ বিদ্যা নিকেতন স্কুলের সামনে রাস্তা অবরোধ করা হয়। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, শাসকদলের লোকজন এসে জোর করে অবরোধ সরিয়ে দেয়। মহিলাদের ধাক্কা মারা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে, এই অবরোধ এর জেরে ক্যানিং রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বেশ খানিকক্ষণ। জানা গিয়েছে, বামপন্থী সংগঠন নিখিলবঙ্গ শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে এই বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র ছাত্রী এদিন পরীক্ষা দিতে এসেছিল। প্রধানের দাবি টাকা পয়সা নিয়ে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, বৃত্তি পরীক্ষা কেন টাকা পয়সা নিয়ে হবে, সেই কারণে তিনি স্কুলকে বিষয়টা খতিয়ে দেখে পরীক্ষা বন্ধের নির্দেশ দেন।

এ কথা স্বীকারও করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান। রামনগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোমনাথ চক্রবর্তী বলেন, "বৃত্তি পরীক্ষা টাকা নিয়ে হচ্ছিল তার বিরোধিতা করেছি। আমি এলাকার মানুষ হতদরিদ্র তাদের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার নাম করে কারোর কাছ থেকে ৯০ টাকা কারোর কাছ থেকে ১০০ টাকা নেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমি বলেছি, আমি পরীক্ষার বিরুদ্ধে নই। টাকা নেওয়া হয়েছে সেটা আমি আপত্তি জানিয়েছি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমার নাম করে স্কুল বন্ধ রাখার জন্য সম্মতি চেয়েছিলেন আমি হ্যাঁ বলেছি।"

প্রধানমন্ত্রীকে ফের চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) প্রধানমন্ত্রীকে ফের চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই চিঠিতে ফের দোষারোপ করা হয়েছে ডিভিসি"র কর্তৃপক্ষ"কে। জলাধার থেকে অপরিকল্পিতভাবে জল ছাড়ার জন্য এই পরিণাম। জলশক্তি মন্ত্রীর এক চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জবাবি এই চিঠিতে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওই চিঠি লিখেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে ওই চিঠিতে তিনি বলেছেন, দক্ষিণবঙ্গে ভয়ঙ্কর বন্যার জন্য প্রধান কারণ হল, প্রতিবেশী ঝাড়খন্ড রাজ্যের জলাধার থেকে বিপুল পরিমাণ জলরাশি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ও জলাধার নিয়ন্ত্রণ কমিটির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে তা কার্যকর হতো।

অতীতের এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে, ইদানিং তাকে মান্যতা দেওয়া হয় না।

এর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা থেকে সচেষ্ট থাকতে ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, দক্ষিণবঙ্গের ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান (দুই মেদিনীপুর জেলার জন্য) এবং উত্তরবঙ্গের জন্য ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট - স্কিমে দুই দিনাজপুর ও মালদা উপকৃত হবে। এমন দুই প্রকল্প ১২৩৮.৯৫ কোটি টাকা ও ৪৯৬.৭০ কোটি টাকার একজোড়া প্রকল্প আর্থিক সাহায্য সহ মঞ্জুর হলেও তা পড়ে রয়েছে। অর্থমন্ত্রকের কাছে লালগোলা ও মুর্শিদাবাদে গঙ্গা ও পদ্মার ভাঙন প্রতিরোধেও প্রকল্প পড়ে রয়েছে। এ বিষয়ে সদুত্তর চেয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যই তা পিছিয়ে রয়েছে।

তেহরির শিবপুরীর কাছে গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই যুবক, তল্লাশি জারি

তেহরি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের শিবপুরীর কাছে গঙ্গায় স্নান করার সময় তলিয়ে গেল দুই যুবক। রবিবার জানা গেছে, প্রবল স্রোতে ভেসে যায় ওই দুজন। উদ্ধারকারী দল দুজনকে খুঁজতে তল্লাশি শুরু করেছে।

জানা যাচ্ছে, দিল্লির ওখলার বাসিন্দা এই দুই যুবক আকাশ (২৩) ও সন্দীপ (২৩) আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে শিবপুরীতে আসে। সেখানে গঙ্গায় নেমে স্নান করার সময় জলের প্রবল স্রোতে তলিয়ে যায়। তাঁদের খোঁজে ডুবুরি, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ একসঙ্গে অনুসন্ধান শুরু করেছে।

বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবির ঘটনায় নিখোঁজ ৯ মৎস্যজীবীর মধ্যে ৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার

নামখানা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শুক্রবার মাঝ রাতে বঙ্গোপসাগরে টর্নেডোর মধ্যে পড়ে ডুবে গিয়েছিল মৎস্যজীবীদের একটি ট্রলার। এফ বি গোবিন্দ নামে ওই ট্রলারে মোট নয় জন মৎস্যজীবী ছিলেন। ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন সকলেই। শনিবার সকালে সেই খবর পেয়ে ডুবে যাওয়া ট্রলার উদ্ধারের জন্য কাকদ্বীপ থেকে রওনা দিয়েছিল বেশ কয়েকটি ট্রলার। অবশেষে অনেক সমস্যা, বাধা বিপত্তি কাটিয়ে রবিবার সকাল থেকে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া ট্রলার এফ বি গোবিন্দকে প্রায় আটটি মৎস্যজীবী ট্রলার দিয়ে টেনে নিয়ে আসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের হরিপুরের অদূরে লুথিয়ান দ্বীপে। ট্রলারের মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে এখনও পর্যন্ত ৮ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। একজন মৎস্যজীবী এখনও নিখোঁজ। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার মৎস্যজীবী সকলেই মৃত বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের দেহ শনাক্তকরণের কাজ শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, সুন্দরবনের পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্বজন হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন, " বঙ্গোপসাগরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে একটা ট্রলার ডুবে যায়। ৯ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয় এই ঘটনায়। দুদিনের প্রচেষ্টায় ট্রলারটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ৮ জন মৎস্যজীবীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন। দেহ শনাক্তকরণের চেষ্টা চলছে।"

১০ বছর সততার সঙ্গে সরকার চালিয়েছেন, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত ১০ বছর সততার সঙ্গে সরকার চালিয়েছি, দাবি করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার দিল্লির যন্তর মন্তরে 'জনতা কি আদালতে' কেজরিওয়াল বলেছেন, 'গত দশ বছর ধরে আমরা সততার সঙ্গে সরকার চালাচ্ছিলাম, আমরা বিদ্যুৎ-জল বিনামূল্যে প্রদান করেছি, মানুষের চিকিৎসা বিনামূল্যে করেছি, শিক্ষাকে উন্নত করেছি মোদীজি ভাবলেন, তাদের বিরুদ্ধে জিততে হলে তাদের সততার ওপর আঘাত হানতে হবে এবং তারপর কেজরিওয়াল, সিসোদিয়া এবং এএপি-কে অসৎ প্রমাণ করার এবং প্রত্যেক নেতাকে জেলে পুরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছেন।'এএপি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'আমি পদত্যাগ করেছি কারণ আমি দুর্নীতি করতে আসিনি, অর্থ উপার্জন করতে আসিনি। দেশের রাজনীতি বদলাতে এসেছি।' এদিনের 'জনতা কি আদালতে' মুখ্যমন্ত্রী অতিশী, এএপি নেতা মনীশ সিসোদিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পুজোর ভিড়ে ভ্রমণকারীদের যাত্রা সহজ করতে উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: আসন্ন উৎসবের সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তিন জোড়া সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পূজা স্পেশাল ট্রেনগুলি রাঙাপাড়া নর্থ-শালিমার-রাঙাপাড়া নর্থ, ফরবেশগঞ্জ-আগ্রা ক্যান্ট.-ফরবেশগঞ্জ এবং নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে চলাচল করবে।

স্পেশাল ট্রেন নং. ০৮০৪৭ (শালিমার-রাঙাপাড়া নর্থ) তিনটি ট্রিপের জন্য ০৪ অক্টোবর থেকে ১৮ আক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে শালিমার থেকে ১৮.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৩.৪০ ঘণ্টায় রাঙাপাড়া নর্থ পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নং. ০৮০৪৮ (রাঙাপাড়া নর্থ-শালিমার) তিনটি ট্রিপের জন্য ০৫ অক্টোবর থেকে ১৯ আক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার করে রাঙাপাড়া নর্থ থেকে ১৬.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১২.৩০ ঘণ্টায় শালিমার পৌঁছবে।

স্পেশাল ট্রেন নং. ০৪১৯৫ (আগ্রা ক্যান্ট.-ফরবেশগঞ্জ) আটটি ট্রিপের জন্য ০৪ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে আগ্রা ক্যান্ট. থেকে ০৫.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৫.১৫ ঘণ্টায় ফরবেশগঞ্জ পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নং. ০৪১৯৬ (ফরবেশগঞ্জ-আগ্রা ক্যান্ট.) আটটি ট্রিপের জন্য ০৫ অক্টোবর থেকে ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার করে ফরবেশগঞ্জ থেকে ১৮.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ০৭.১০ ঘণ্টায় আগ্রা ক্যান্ট. পৌঁছবে।

স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩০২৭ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) চারটি ট্রিপের জন্য ০৯ অক্টোবর থেকে ০৬ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার করে হাওড়া থেকে ২৩.৫৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১০.৪৫ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩০২৮ (নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) চারটি ট্রিপের জন্য ১০ অক্টোবর থেকে ০৭ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১২.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০০.১০ ঘণ্টায় হাওড়া পৌঁছবে।এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

Prof. (Dr.) Manik Saha

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ষষ্ঠ বছর পূর্তিতে এবং আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা

জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সূচনা করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের সফল ৬ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই যোজনায় এখন পর্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৮৫ জন সুবিধাভোগী বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন এবং মোট ১৯৫ কোটি ৫১ লক্ষের ও অধিক টাকার ক্লেইম সেটল করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের ১৫,৩৫,৩৬৪ জন সুবিধাভোগী এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

রাজ্যের বাদবাকি জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পরিসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্পটির শুভ সূচনা করা হয়েছে। এই অল্প সময়ে এখন পর্যন্ত, ২,০৩,০৬২ পরিবারের মোট ৪,৪৮,৭০৯ জন সুবিধাভোগীকে CMJAY ২০২৩ স্কিমের আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে এবং কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। এখন পর্যন্ত, ১২০০০ এরও বেশি রোগী বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিনামূল্য চিকিৎসা পরিসেবা পেয়েছেন। CMJAY ২০২৩-এর অধীনে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকারও অধিক দাবি নিস্পত্তি করা হয়েছে। । উক্ত দুটি প্রকল্পে প্রতিবছর প্রত্যেকটি তালিকাভুক্ত পরিবার ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা পরিসেবা পাওয়ার যোগ্য।

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ডিজিটাল মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল হেল্থ অথরিটির ব্যবস্থাপনায় ২০২১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের সূচনা করা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন প্রকল্প দেশের সমন্বিত ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি অভিনব পদক্ষেপ। এই মিশনের অন্তর্গত ১৪ সংখ্যার আভা নাম্বারের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত তথ্য ডিজিটালি সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুসারে সেই তথ্য ব্যবহার করতে সাহায্য করবে। এই আইডি থাকলে হাসপাতালের লম্বা লাইনে আর দাঁড়াতে হবে না। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ২১,৫১,৯৪৩টি আভা আইডি ইস্যু করা হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা- ২০২৩ প্রকল্পের এবং আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের সমস্ত সুবিধাভোগীদের প্রকল্পের পরিসেবা এবং সুফল গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা

Office: Room No. 1312, New Capital Complex, Agartala - 799010, Tripura
Phone: 0381-2414000, 2414003, 2414318, Fax: 2413201, e-mail: cmoffice-tr@gov.in

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বারান্দায় জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য কী ভাবে সাজাবেন

ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে, বর্ষার এবার বিদায়ের পালা। মাঝেমধ্যেই উঁকি দিচ্ছে শরতের পেঁজা মেঘ। বাইরের রোদের চোখরাঙানিও আর নেই। সামনেই পুজোর মরসুম শেষ হলে শীত। সে দিকে তাকিয়ে এখনই মন দিতে পারেন ঘরের লাগোয়া এক টুকরো ছাদ বা একফালি খোলা বারান্দার ভোলবদলে।

দিনের শেষে খোলা আকাশের নীচে বসে এক কাপ চায়ে চুমুক দেওয়ার কিংবা প্রিয়জনদের সঙ্গে সেখানে হইহই করার আনন্দই আলাদা। কী কী ভাবে সাজিয়ে তুলতে পারেন ঘর লাগোয়া এক টুকরো ছাদ বা বারান্দাটি?

টেবিল- খোলা আকাশের নীচে কফি খেতে ভাল লাগে নিশ্চয়ই। তা হলে যদি ঘরের সঙ্গে একচিলতে ছাদ বা বড় একটি বারান্দা থাকে, সেই জায়গাটিকে ক্যাফের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেন। তাতে প্লাস্টিক, কাঠ, বেতের তৈরি একটা টেবিল লাগবেই, সঙ্গে মানাসই চেয়ার। আর যদি সেই জায়গার মাথায় কোনও ছাউনি থাকে, তবে রোদ-জল সইতে পারে এমন সোফা সেটও রাখতে পারেন, সঙ্গে মানানসই ছোট্ট টেবিল। দেওয়াল যে হেতু জায়গাটি বাইরে এবং সারা বছরই তাতে বাড়তি রোদ, ধুলো, জল লাগবে, তাই রং করার সময় আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে এমন গুণমানের রং বাছাই করতে পারেন। তবে যদি মনে করেন, পছন্দের ছাদকে ক্যাফের চেহারা দেবেন, তবে পছন্দসই ওয়ালপেপার দিয়েই দেওয়ালের ভোল বদলে ফেলতে পারেন।

দেওয়াল সজ্জা- দরকারি নানা জিনিস রাখার জন্য অনেকেই ছাদ বা বারান্দার একটি কোণ বেছে নেন। এতে জায়গাটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তার চেয়ে বরং দেওয়ালে আলমারি করা যায় কি না, ভাবতে পারেন। তবে দেওয়ালটি সে ক্ষেত্রে ছাউনির নীচে থাকতে হবে। ছাদ হোক বা খোলা বারান্দা, জরুরি জিনিস রাখার জন্য জলে নষ্ট হয় না, এমন উপাদানে তৈরি সুদৃশ্য বাজারচলতি দেরাজ দেওয়া আসবাবও কিনতে পারেন। পুরো পরিকল্পনাটি করতে হবে জায়গা বুঝে ও সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভর করে। ছাতা ও আলো খোলা ছাদে রঙিন ছাতা শুধু দেখতেই ভাল লাগবে না, রোদ, জল, এমনকি হিম পড়লেও মাথা বাঁচাবে। এমন জায়গা জমিয়ে আড্ডা দেওয়া ও খাওয়াদাওয়ার জন্য আদর্শ। তাই টেবিলের সঙ্গে বেশ বড় একটি ছাতার ব্যবস্থা রাখতে পারেন। চাইলে সেই ছাতা মুড়ে শীতের দুপুরে রোদ পোহানো যাবে, আবার চাইলে রাতে খাওয়াদাওয়ার সময় ছাতাটি খুলেও নেওয়া যাবে। বিশেষত, ছাদে যদি কোনও ছাউনি না থাকে, ছাতা বিশেষ কাজে লাগবে। একই সঙ্গে উপযুক্ত আলোকসজ্জা ছাদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলবে। টেবিলের কাছাকাছি খাওয়াদাওয়ার সময় কাজে লাগানোর জন্য জোরালো আলো রাখতে পারেন। পাশাপাশি, একাধিক মৃদু আলোর ব্যবস্থা করাও জরুরি।

সবুজের ছোঁয়া- সবুজের ছোঁয়া ঘর লাগোয়া খোলা ছাদ বা বারান্দার ভোল পাল্টাতে খুব প্রয়োজনীয়। কোনও লম্বা দেওয়াল পেলে সেখানে উল্লম্ব বাগানসজ্জার ব্যবস্থা করতে পারেন। লম্বা ভাবে গাছপালা লাগানো থাকবে। একটি তাকে ফুল, পরেরটিতে সবুজ গাছ, কোনওটিতে সব্জির গাছ, এ ভাবেই কোনও একটি দেওয়াল সাজিয়ে তুলতে পারেন। আর বিভিন্ন সুদৃশ্য টবে ফুল থেকে বাহারি গাছ ছাদ ও বারান্দার আনাচকানাচ সাজিয়ে নিতে পারেন।

জন্মগত বধিরতা

অর্থাৎ জন্মগত বধিরতা। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে যে শিশুরা, বা কিশোর-কিশোরীরা, তাদের শ্রবণশক্তির সমস্যা হচ্ছে।

ছোট থেকেই কানে কম শোনা বা কিছু ক্ষেত্রে বধিরতার লক্ষণও দেখা দিচ্ছে। তাই ছোট থেকেই মা-বাবাদের সমস্যা চিহ্নিত করে সাবধান থাকা দরকার।

এই বিষয়ে চিকিৎসক প্রিয়ঙ্কর পাল বলছেন, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মায়ের শরীরে কোনও সংক্রমণ

হলে, কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, শিশুদের জন্ডিস বা মেনিনজাইটিসের মতো অসুখ হলে শৈশবেই কমবেশি শ্রবণশক্তি চলে যেতে পারে। খুব ছোট অবস্থায় চিকিৎসা শুরু না হলে একটু বড় হওয়ার পরে শিশুর কথা বলাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে স্কুলে যাওয়া পড়ুয়াদের (ছ'বছর বয়স পর্যন্ত) কানের সমস্যা হয় বেশি।

প্রিয়ঙ্করের কথায়, শিশুদের সাধারণত কানে ব্যথা হওয়া, কান চুলকানো, কান দিয়ে জল বেরনো বা পুঁজের মতো চটচটে আঠালো রস বার হওয়া এমন নানা সমস্যা দেখা দেয়। কানে সংক্রমণ জনিত কারণেও সমস্যা হতে পারে। আবার উচ্চস্বরে হেডফোন বা ইয়ারফোনে গান শুনলেও শ্রবণশক্তি কমে যেতে পারে। স্কুলপড়ুয়া অনেক শিশুরই এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

বাবা-মায়েরা কী ভাবে সাবধান থাকবেন?

১) কানের যে কোনও সমস্যা দেখা দিলে দেরি না করে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কান পরিষ্কারের জন্য তুলো লাগানো "স্টিক" ব্যবহার করা চলবে না।

২)শিশুকে একটানা কানে হেডফোন বা ইয়ারফোন লাগিয়ে গান না শুনতে শেখান। যদি স্কুল বা ক্লাসের প্রয়োজনে কানে হেডফোন লাগাতেই হয়, তা হলে মাঝে ১০ মিনিট করে বিরতি নিতে হবে।

৩) অসাবধানবশত কানের ভিতরে জল ঢুকলে এবং সময়মতো চিকিৎসা না হলে পুঁজের মতো তরল তৈরি হয়। তার থেকেও কানে সংক্রমণ হতে পারে। তাই স্নানের সময়ে শিশুর কানে জল ঢুকেছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখে নেবেন।

৪) মায়েরা স্তন্যপান করানোর সময়ে বা বোতলে দুধ খাওয়ানোর সময়ে শিশুদের মাথা সমতলে না রেখে উঁচু করে রাখলে জল, দুধ কানে ঢোকার সম্ভাবনা তুলনামূলক কম থাকে। সে বিষয়েও সচেতন থাকা প্রয়োজন।

বাসি রুটি দিয়ে মিল্ক কেক

বাসি রুটি পরের দিন সকালে দাঁতে কাটতে কারও ভাল লাগে না। সঙ্গে পছন্দের যে কোনও সব্জি বা মাংস থাকুক না কেন, বাসি রুটি দেখলেই বাড়ির ছোট থেকে বড় সবার হাবেভাবেই বিরক্তি আসে। তাই বলে, বাসি রুটি তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। রাতে বেঁচে যাওয়া রুটি দিয়েই চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন সুস্বাদু প্রাতরাশ কিংবা বিকেলের নাস্তা। রুটি নুডল, রুটি ট্যাকোজ, রুটি রোল, নাচোজ আরও কত কী! তবে বাসি রুটি দিয়ে সুস্বাদু মিষ্টির পদও বানানো যায়, সেই খবর রাখেন কি? বাসি রুটি দিয়েই এ বার বানিয়ে ফেলুন মিল্ক কেক। রইল সহজ রেসিপি।

উপকরণ: ৫টি বাসি রুটি, ১ কাপ চিনি, পরিমাণ মতো দুধ, ২ টেবিল চামচ ঘি, ১ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো পরিমাণ মতো সাদা তেল

প্রণালী: প্রথমে বাসি রুটিগুলি ডুবো তেলে কড়া করে ভেজে

নিয়ে টিস্যু পেপারের উপর রেখে দিন। এ বার টিস্যু পেপার তেল টেনে নিলে আর রুটিগুলি ঠান্ডা হয়ে গেলে সেগুলি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন। মিশ্রণটি যেন খুব মিহি হয় সে দিকে নজর রাখুন। ননস্টিক পাত্রে চিনি দিয়ে তা গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। চিনি গলে গিয়ে বাদামি রং এসে গেলে তাতে গাঢ় করা দুধ দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। তার পর রুটির গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। প্রয়োজনে রও খানিকটা দুধ দিতে পারেন। এবার মিশ্রণে পাক ধরে এলে উপর থেকে মিশিয়ে নিন ঘি। ঘি দিয়ে মিনিট দুয়েক রেখে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। একটি থালায় বাটার পেপার দিয়ে তার উপর মিশ্রণটি ঢেলে দিন। চামচ দিয়ে মিশ্রণটির উপরিভাগ সমান করে নিন। ফ্রিজে রাখুন ঘণ্টা খানেক। উপর থেকে কাজুবাদাম-পেস্তা কুচি ছড়িয়ে চৌকো আকারে কেটে পরিবেশন করুন মিল্ক কেক।

মাখানা পুষ্টিকর অথচ স্বাদহীন

পুজোর আগে ডায়েট শুরু করেছে অঙ্গনা। ফুচকা, রোল কিংবা মোমো বলতে অজ্ঞান ছিল যে, সে-ই এখন কাজের ফাঁকে কিংবা বিকাল-সন্ধ্যায় মাখানা খাচ্ছে। মাখানা প্রোটিনে ভরপুর। এতে সহজপাচ্য ফাইবারও রয়েছে। সহকর্মী রিনাও তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে মাখানার কৌটোর দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু মাখানা মুখে দেওয়া মাত্রই রিনার মুখটা ব্যাজার হয়ে ওঠে।

না আছে নুন, না মিষ্টি। নিজস্ব কোনও স্বাদই নেই। এমন খাবার যে কেউ কী করে দিনের পর দিন হাসিমুখে খেয়ে যেতে পারে কে জানে! তবে হেঁশেলের সামান্য কিছু মশলা আর হাতের কারসাজিতে স্বাদহীন মাখানা কিন্তু হয়ে উঠতে পারে মুখরোচক একটি খাবার। কী ভাবে? রইল প্রণালী। উপকরণ: ৫ কাপ মাখানা

১ টেবিল চামচ ঘি ১ চা চামচ লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা চামচ পেঁয়াজ গুঁড়ো ১ চা চামচ রসুন গুঁড়ো, ১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ চা চামচ আদা গুঁড়ো,১ চা চামচ আমচুর আধ চা চামচ সৈন্ধব নুন, আধ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো প্রণালী: প্রথমে কড়াইয়ে ঘি গরম করে নিন। তার পর একেবারে অল্প আঁচে মাখানা ভেজে নিন। ভাজা হলে একে একে সব গুঁড়ো মশলা দিতে শুরু করুন। একেবারে শেষে দিতে হবে নুন।

ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে নামিয়ে ফেলুন। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে বায়ুরোধী কৌটোর মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিন।

শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখতে তামার বোতলে জল খান

স্বাস্থ্য সচেতন অনেক মানুষই তামার বোতলে জল খান। আয়ুর্বেদ মতে, সকালে খালি পেটে তামার পাত্রে রাখা জল খেলে হজমক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তা বিপাকক্রিয়ার গতিও বাড়িয়ে তোলে। ভারতে তামার পাত্রে জল খাওয়ার চল বেশ প্রাচীন। তবে একটা সময়ের পর কাচ, প্লাস্টিকের বোতলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তামার পাত্রের চল কমে আসে। তবে তামার পাত্রে জলের খাওয়ার নানা উপকারিতা থাকায়, আবার সেই ব্যবহার ফিরেছে। আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ঘড়া বা কলসি নয়, তামার তৈরি রকমারি বোতল ব্যবহার হচ্ছে জল খাওয়ার জন্য। প্রতি দিন সেই বোতল শুধু ব্যবহার করলেই হয় না, তা পরিষ্কার করাও জরুরি। না হলে উপকারের বদলে, শরীরে বাসা বাঁধতে পারে রোগজীবাণু। তবে তরল সাবান নয়, তামার বোতল পরিষ্কারের চার সহজ কৌশল জেনে নিন। ১.নুন-লেবু অথবা ভিনিগার তামার সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় একটা কালচে কষ তৈরি হয়। সেই কষ ওঠাতে ও বোতলের ভিতরটা পরিষ্কার করে নিতে নুনের সঙ্গে পাতিলেবু মিশিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। বোতলের বাইরে ভাল করে পরিষ্কার করে বোতলের ভিতরে লেবুর জল বা ভিনিগার জল মিশিয়ে কিছু ক্ষণ ভরে রেখে তা ফেলে দেওয়ার পর ধুয়ে নিলে বোতল ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

২.বেকিং সোডা ও লেবু বা ভিনিগার বাসন মাজা, ঘষায় বেকিং সোডা বিশেষ কার্যকর। একটি পাত্রে এক চা-চামচ বেকিং সোডা নিয়ে তার মধ্যে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নিন। দিতে পারেন সামান্য ভিনিগারও। লেবু ও ভিনিগারে অ্যাসিড থাকে। যা বাসন পরিষ্কার করে। বেকিং সোডা ও পাতিলেবুর রস মিশিয়ে বোতল পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া দরকার। অন্তত ২ দিন অন্তর বোতল পরিষ্কার করা দরকার।

৩.তেঁতুল- তেঁতুল দীর্ঘ দিন ধরে তামার বাসন পরিষ্কারে ব্যবহার হয়ে আসছে। এতে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড ও ফাইবার। একটি পাত্রে তেঁতুল গুলে বীজ ফেলে দিয়ে সেই ক্বাথ বোতলে লাগিয়ে রাখুন। খানিক বাদে হাত দিয়ে ঘষে তুলে দিলে বোতল পরিষ্কার তো হবেই, কোনও খারাপ গন্ধও থাকবে না।

৪.টম্যাটো কেচাপ এতে থাকে ভিনিগার। কেচাপে ভিনিগার ব্যবহারের কারণে অ্যাসিড থাকায়, এই উপাদান দিয়েও তামার বোতল পরিষ্কার করা যায়। কেচাপ বোতলের বাইরে ও ভিতরে লাগিয়ে নাইলনের নরম জালি দিয়ে ঘষে ধুয়ে নিলেই নতুনের মতো হয়ে উঠবে তামার বোতল।

কড়াইশুঁটি পাঁচ রোগ বশে রাখতে পারে

কাঁচা অবস্থায় ডালের গোত্রে না পড়লেও গুণমানে কিন্তু তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয় কড়াইশুঁটি। গোটা শীতকাল জুড়েই বাজারে আধিপত্য থাকে তার। নিরামিষ আলুর দম হোক বা পোলাও, সবেতেই দিতে হবে কড়াইশুঁটি। প্রোটিনে ভরপুর কড়াইশুঁটি খাওয়া যায় মাছ, মাংসের পরিবর্তেও। নিরামিষভোজী না হলেও পুষ্টিবিদরা এখন সকলকেই বেশি করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেতে পরামর্শ দেন। ভিটামিন, পটাশিয়াম, জিঙ্ক এবং ফাইবারের গুণে সমৃদ্ধ কড়াইশুঁটি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

১) কড়াইশুঁটিতে রয়েছে সহজপাচ্য ফাইবার। হজম বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে এই সব্জি খাওয়াই যায়। রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে কড়াইশুঁটি।

২) কড়াইশুঁটির মধ্যে রয়েছে পলিফেনল। এই উপাদানটি যেমন অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, তেমন অ্যান্টিকার্সিনোজেনিকও। "দ্য ব্রিটিশ জার্নাল অফ নিউট্রিশন"-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে তেমন উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া কড়াইশুঁটিতে উপস্থিত ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ক্যারোটিনয়েড প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের সমতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে।

৩) ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের পাশাপাশি কড়াইশুঁটিতে রয়েছে পটাশিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ। যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতেও এই খনিজটির ভূমিকা রয়েছে।

৪) "ওবেসিটি" জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, টাইপ-২ ডায়াবিটিস বা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এই সব্জিটি। কারণ, কড়াইশুঁটির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। তা ছাড়া কড়াইশুঁটিতে প্রোটিন এবং ফাইবার থাকায় তা রক্তে বাড়তি শর্করা শোষণেও বাধা দেয়।

৫) কড়াইশুঁটিতে ভিটামিন সি-ও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাল রাখতে এই ভিটামিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাজনে কি সোডিয়াম সালফেট আছে দাঁত ও মাড়িতে কী প্রভাব পড়তে পারে

দাঁত মাজার জন্য বিভিন্ন রকম মাজন ঘুরিয়ে ফিরিয়েই কেনা হয়। নামী ব্র্যান্ডের মাজন দেখেই কিনে ফেলার অভ্যাস আছে অনেকেরই। কিন্তু কখনওই কেনার সময়ে সেই মাজনে কী কী উপাদান আছে, তা দেখে কেনা হয় না। ফলে সেই ধরনের মাজন দাঁতের জন্য উপযুক্ত কি না তা জানাও হয় না। চিকিৎসকেরা পরামর্শ দেন, দাঁত ও মাড়ির জন্য ভাল এমন মাজনই কেনা দরকার।

আর তাতে যদি সালফেট বা ওই জাতীয় রাসায়নিক থাকে, তা হলে কিন্তু তা স্বাস্থ্যকর নয়।

যে মাজনে বেশি ফেনা হয়, জানবেন তাতে "সোডিয়াম লরেল সালফেট" (এসএলএস) বা "সোডিয়াম লরেথ সালফেট" (এসএলইএস) নামে যৌগ আছে। মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে পারে এই রাসায়নিক। দাঁত বা মাড়িতে ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণ রুখতেও এর বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু বেশি ব্যবহারে এর উল্টো প্রভাব পড়ে।

কী ক্ষতি হতে পারে? দাঁত বা মাড়িতে আগে থেকেই কোনও সমস্যা থাকলে অথবা রুট ক্যানাল করা হলে, এই সালফেটের বেশি ব্যবহারে দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি হতে পারে। দন্ত চিকিৎসক বিভাকর রঞ্জন জানাচ্ছেন, মুখগহ্বরে কোনও সংক্রমণ হলে যদি এই সালফেট দেওয়া মাজনে বারকয়েক ব্রাশ করা হয়, তা হলে সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে।

সকলের ক্ষেত্রেই যে সোডিয়াল লরেল সালফেট ক্ষতির কারণ হবে তা নয়। কিন্তু অনেকেই বিভিন্ন রকম ওষুধ খান। তাই লালায় যদি সালফেট থেকে যায় এবং তা ওষুধের সঙ্গে মেশে, তা হলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে, সালফেট দেওয়া মাজন দিয়ে ব্রাশ করে এসে চা বা কফি খাওয়ার পর মুখের স্বাদ কিছু ক্ষণের জন্য চলে গিয়েছে। চিকিৎসক জানাচ্ছেন, চা বা কফি, লেবুর শরবত বা টক জাতীয় খাবারের সঙ্গে সালফেটের বিক্রিয়ায় বিভিন্ন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। মুখের স্বাদ চলে যেতে পারে, দাঁত ও মাড়িতে শিরশিরে অনুভূতি হতে পারে। এমনকি দাঁতের ক্ষয় হওয়ার ঝুঁকিও থাকে। তাই যদি সালফেট দেওয়া মাজন ব্যবহার করতেই হয়, তা হলে অল্প পরিমাণে মাজন নিয়ে ব্রাশ করা ভাল। আর চা, কফি, দুধ অথবা টক জাতীয় খাবার অথবা পানীয় ব্রাশ করার আগেই খেয়ে নিতে হবে।

রবিবার সদর মহিলা মোর্চার উদ্যোগে রাজধানীতে স্বচ্ছতার উপর এক অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।। নিজস্ব ছবি।

আদিবাসী সমাজের মধ্যে ব্যাপক কাজ করার আহ্বান সংঘ প্রধানের

সমলখা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক ডক্টর মোহন ভাগবত হরিয়ানার সমলখার পট্টি কল্যাণে অবস্থিত সেবাধামে সমগ্র দেশ থেকে আগত প্রায় দুই হাজার আদিবাসী প্রতিনিধিদের মধ্যে দুই দিন কাটালেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি সম্মেলনে আগত সকল প্রতিনিধিদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে আদিবাসী ভাইদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। এর আগে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কথা শোনেন। তাঁর সঙ্গে বিরহোর জনজাতির মধ্যে কাজ করা যশপুরের পদ্মশ্রী জগেশ্বর ভগত ছিলেন।সর্বভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কর্মী সম্মেলনের তৃতীয় দিনে রবিবার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সময় সংগঠনের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্র সিং বলেন, আদিবাসী সমাজ বিশাল সনাতনী সমাজের ভিত্তি স্তম্ভ। আমাদের সকলের শেকড় জঙ্গলে পুঁতে আছে। বনবাসী সমাজও প্রাচীন বেদের রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সমস্ত উপজাতীয় সমাজের উৎসব এবং উপাসনা পদ্ধতি সনাতনী ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে, যার অর্থ একই। আমাদের আলাদা করার ষড়যন্ত্র ব্রিটিশদের কাজ। এরপর সকল উপজাতির বক্তারা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, শনিবার সন্ধ্যা থেকে সারা দেশের ৮০ জন আদিবাসী একটি বড় মাঠে তাদের নিজ নিজ পূজা পদ্ধতি প্রদর্শন করেন, যা এই বার্তা দেয় যে পূজার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও, পঞ্চতত্ত্বের পূজায় মিল রয়েছে।সবাই সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে একই। সকালের অধিবেশনে সমস্ত আদিবাসীদের প্রতিনিধিরা একই কথা পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, কল্যাণ আশ্রমের সভাপতি সত্যেন্দ্র সিং বলেন, পরাধীনতার সময় আমাদের সনাতন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশরা তাদের শাসনকালে ইতিহাস বিকৃত করে বইয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে। উপজাতীয় সমাজে মজুতদারি প্রকৃতি নেই, প্রকৃতি থেকে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নেয়, এমন আদিবাসী সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। বর্তমান সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো বিভ্রান্তিকর আলোচনা থেকে সমাজকে বাঁচাতে আমাদের আলোচনা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বর্তমান সময়ে আমাদের আলোচনা আমাদের সংস্কৃতি অরণ্য সংস্কৃতি। বনবাসী কল্যাণ কেন্দ্র ”নগরবাসী-বনবাসী, আমরা সবাই ভারতীয়” এই অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ রাজকিশোর হাঁসদা ভারতে লাভ জিহাদ এবং ল্যান্ড জিহাদের সমস্যার উপর আলোকপাত করেন এবং বলেন যে এই সমস্যাটি ভারতে প্রচলিত। ঝাড়খণ্ড পরগনা অঞ্চলে সাঁওতাল দিন দিন বাড়ছে। সেখানে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানরা সাঁওতালি উপজাতির মেয়েদের বিয়ের প্রলোভন দিচ্ছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি জমিও দখল করছে। আমাদের সকলকে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং আমাদের বোন, কন্যা, বন ও জমি রক্ষা করতে হবে এবং সেই সাথে নাগাল্যান্ডের ডঃ থুম্বাই জেলিয়াং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে বলেছিলেন যে ধর্মান্তরিত লোকেরা। সেখানকার স্থানীয় লোকজনকে সাহায্য করে তারা নিজেদেরকে বাহ্যিকভাবে প্রমাণ করতে ব্যস্ত।ছত্তিশগড় প্রান্তের সংগঠন মন্ত্রী রামনাথ বস্তরের মাওবাদী সমস্যা নিয়ে বলেছেন, যে উপজাতির অস্তিত্ব জঙ্গল, সেই জঙ্গলে মাওবাদীরা ল্যান্ড মাইন বিছিয়ে রেখেছে, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না।

সবার আধার কার্ড না থাকায় সেখানকার মানুষও সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। লঙ্ঘিত হচ্ছে মৌলিক অধিকার। সরকারি স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ির পাকা বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়, কারণ নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে থাকতে আসে। তাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে, মাওবাদীরা নিরক্ষরতার সুযোগে গ্রামবাসীদের তাদের পাশে নিয়ে যায়। এ ধরনের উপজাতীয় এলাকায় ব্যাপকভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংস্থার কাজ করা দরকার।

ময়নাগুড়িতে দোকানে দুঃসাহসিক চুরি, আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা

জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে বিডিও অফিসের সামনে একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গিয়েছে, দোকানটি থেকে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যামিনেশন মেশিন, বায়োমেট্রিক ডিভাইস সহ নগদ ১৫ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই দোকানের মালিক মলয় রায় ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।শনিবার রাতে দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হয়।

দোকানের মালিক জানিয়েছেন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যামিনেশন মেশিন, বায়োমেট্রিক ডিভাইস সহ নগদ ১৫ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে। দুঃসাহসিক এই চুরির ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় অন্যান্য বাসিন্দারা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রসাদ বিতর্ক! ১১ দিনের প্রায়শ্চিত্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণের

গুন্টুর, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তিরুপতি মন্দিরে প্রসাদী লাড্ডু বিতর্কে ১১ দিনের প্রায়শ্চিত্ত দীক্ষা শুরু করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অভিনেতা পবন কল্যাণ। রবিবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ বলেছেন, 'আমি এই ১১ দিনের প্রায়শ্চিত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে, ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হিন্দু মন্দির অপবিত্র হলে আমাদের চুপ থাকা উচিত নয়। যদি মসজিদ বা গির্জায় এমনটা হতো, তাহলে দেশে অশান্তি বেঁধে যেত।'পবন কল্যাণ আরও বলেছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করছি...টিটিডির কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত। আমাদের অবশ্যই সমস্ত মন্দিরে প্রোটোকল অনুসরণ করা নিশ্চিত করতে হবে। জাতপাত ও রাজনীতির উর্ধে ঐক্যের সময় এসেছে।''

দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত রাহুল গান্ধীর : অনুরাগ ঠাকুর

জম্মু, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আবারও সমালোচনা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। রবিবার জম্মুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরোধিতা করতে গিয়ে রাহুল গান্ধী ভারতের বিরোধিতা শুরু করেছেন... কংগ্রেস বুঝতে পারছে না যে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর মার্কিন সফরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন...তারা (কংগ্রেস) সর্বদা ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং মার্কিন সাংসদের সাথে দেখা করেছে। রাহুল গান্ধীর লজ্জিত হওয়া উচিত এবং জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

বিশ্বশান্তির জন্য কোয়াড অতীব গুরুত্বপূর্ণ : প্রধানমন্ত্রী

ডেলওয়ার, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আমেরিকায় গিয়ে কোয়াড সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে তিনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গেও বৈঠক করেছেন মোদী। তারপরেই আমেরিকার ডেলওয়ারের উইলনমিংটনে চতুর্থ কোয়াড নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'এমন একটা সময়ে আমাদের এই বৈঠক হচ্ছে, যখন বিশ্বের নানা প্রান্তে উত্তেজনা এবং সংঘর্ষের বাতাবরণ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কোয়াড গোষ্ঠীর দেশগুলি একসঙ্গে মিলে কাজ করছে মানবতার স্বার্থে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে। বিশ্বশান্তির জন্য কোয়াড তাই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সকলের অগ্রাধিকার ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্বাধীন, মুক্ত, সমৃদ্ধিমূলক বাতাবরণ বজায় রাখা। সেটাই আমাদের অঙ্গীকার।' এরই সঙ্গে কোয়াড সম্মেলনে যোগ দিতে পারার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদী। আগামী বছর ভারতে অনুষ্ঠিত হবে কোয়াড সম্মেলন। সেই কারণে আগাম ভারতকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাইডেন। এরপর নিজের পরবর্তী কর্মসূচির জন্য নিউ ইয়র্কে উড়ে গিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি আমেরিকার শীর্ষ সংস্থাগুলির সিইওদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন তিনি। এছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামিট অব দ্য ফিউচার শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দেবেন মোদী।

রবিবার জম্মুতে নির্বাচনী প্রচারে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

ভোপাল, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য জোরকদমে প্রচার চলছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদবও রবিবার জম্মুতে নির্বাচনী প্রচারে যাবেন। তিনি সাম্বা বিধানসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী সুরজিত সিং সালাথিয়ার সমর্থনে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব সকাল ১১টায় ভোপাল থেকে বিমানে রওনা হবেন এবং দুপুর ১২.১২ মিনিটে জম্মু বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন। সেখান থেকে সাম্বা জেলার ঘগওয়ালের মডার্ন এডুকেশন ইনস্টিটিউটে পৌঁছে জনসভায় ভাষণ দেবেন। এরপর বিকেল ৪টায় গুরহায় রামলীলা ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব সন্ধ্যা ৬টায় জম্মু থেকে আবার ভোপালের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

আর এস পুরা সেক্টরে অনুপ্রবেশ রুখে দিল বিএসএফ, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

জম্মু, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মুর আর এস পুরা সেক্টরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করে দিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করার পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে বিএসএফ। দু”টি পিস্তল, ৪ ও ৯ এমএম রাউন্ড ম্যাগাজিন ও একে ৪৭ রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে।বিএসএফ জম্মুর আইজি ডি কে বুরা বলেছেন, 'শনিবার রাতে বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তে কিছু সন্দেহজনক গতিবিধি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে জওয়ানরা গুলি চালাতে শুরু করেন এবং পুরো এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি অভিযানের সময়, একটি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে, যাতে একটি একে ৪৭ রাইফেল, দু”টি পিস্তল ছিল। ...বিএসএফ জওয়ানরা অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করেছেন।'

শুভঙ্কর সরকার নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, 'সহজ' হতে পারে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক, মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে সরিয়ে শুভঙ্কর সরকারকে নতুন সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। শনিবার রাতে এই ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। এই সিদ্ধান্তকে বাংলার রাজনীতিতে একটি বড় পরিবর্তন হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

মল্লিকার্জুন খাড়গে কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পর বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে পরিবর্তন প্রায় নিশ্চিত ছিল। অধীর রঞ্জন চৌধুরী গত লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ থেকে হারার পরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি আপাতত 'অস্থায়ী' ভাবে কাজ চালিয়ে যাবেন। তাঁর পরাজয়ের পর থেকেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে কাকে নিযুক্ত করা হবে তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত অধীরের জায়গায় শুভঙ্কর সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, অধীর রঞ্জন চৌধুরী তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং নির্বাচনে তাঁর পরাজয়ের জন্য তৃণমূলকে দায়ী করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ বলছেন যে কংগ্রেস নেতৃত্ব অধীরকে সরিয়ে শুভঙ্কর সরকারকে নতুন সভাপতি করেছে তৃণমূলের সাথে সম্পর্ক সহজ করার জন্য। শুভঙ্করের ভাবমূর্তি তৃণমূল বিরোধী নয়, দলের মধ্যে পরিচিত মধ্যপন্থী হিসেবে। কংগ্রেসের অনেক নেতাও মনে করেন যে বাংলায় কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে সম্পর্ক এবার সহজ হতে পারে।

অমৃতসরের দরবার সাহিব প্রাঙ্গণে গুলি করে আত্মহত্যা যুবকের

চণ্ডীগড়, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার সকালে অমৃতসরের দরবার সাহিব প্রাঙ্গণে এক যুবক গুলি করে আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে। জানা যাচ্ছে, রবিবার সকালে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি দরবার সাহিব দর্শন করতে এসেছিলেন। তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সময় হঠাৎই এক যুবক এসে নিরাপত্তারক্ষীর রিভলবার কেড়ে নিয়ে নিজেকে গুলি করে। এই ঘটনায় সেখানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রবিবার হওয়ায় দরবার সাহিব প্রাঙ্গণে বিপুল ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ডিভিসি”র বোর্ড থেকে সদস্য পদে ইস্তফার ঘোষণা বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসুর

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) এ রাজ্যের বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু ডিভিসি”র বোর্ডের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যেই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান সুরেশ কুমার ও এ রাজ্যের মুখ্যসচিব ডঃ মনোজ পন্থকে ইমেল মারফৎ তা পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, জলাধার থেকে বিপুল পরিমান জলরাশির পরিপ্রেক্ষিতে এ রাজ্যের একাধিক জেলায় বানভাসি অবস্থা। কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বাংলাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ রাজ্যের। এর মধ্যেই এরাজ্যের বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

প্রসাদ বিতর্কে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি রেড্ডির, বিঁধলেন চন্দ্রবাবু নাইডুকে

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রসাদ বিতর্কের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি। তিনি আক্রমণ করেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুকেও। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রেড্ডি জানিয়েছেন, তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানামের পবিত্রতা, অখণ্ডতা এবং সুনামকে অপূরণীয়ভাবে কলঙ্কিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু চেষ্টা করছেন।চন্দুবাবু নাইডুর সমালোচনা করে চিঠিতে জগন্মোহন রেড্ডি আরও জানান, 'চন্দ্রবাবু নাইডু একজন প্যাথলজিক্যাল এবং অভ্যাসগত মিথ্যেবাদী, তিনি এতটাই নিচে নেমে গেছেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসকে গুরুতরভাবে আঘাত করেছেন... মিথ্যা ছড়ানোর নির্লজ্জ কাজের জন্য নাইডুকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা অপরিহার্য এবং সত্য প্রকাশ্যে আনা উচিত। নাইডু কোটি কোটি হিন্দু ভক্তদের মনে যে সন্দেহ তৈরি করেছেন তা দূর করতে হবে।'

ভালো আছেন জখম সার্জেন্ট, হাওড়ার বাড়িতে দেখতে গেলেন কলকাতার নগরপাল

হাওড়া, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযানের দিন ইটের ঘায়ে গুরুতর জখম হয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট দেবাশিস চক্রবর্তী। তাঁর চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। আগের থেকে এখন তিনি মোটামুটি ভালো আছেন। রবিবার সেই জখম সার্জেন্টকে দেখতে গেলেন কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা। হাওড়ার বাউড়িয়ার শ্যামসুন্দরচকে বাড়ি দেবাশিসবাবুর, রবিবার দেবাশিসবাবুর বাড়িতে যান কলকাতার পুলিস কমিশনার মনোজ বর্মা। জখম পুলিশ কর্মীর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন কলকাতার নগরপাল। অনেকটাই সময় তাঁর বাড়িতে কাটিয়েছেন কলকাতার সিপি।

জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নতির জন্য বিজেপির জয় নিশ্চিত করুন, আহ্বান নাড্ডার

জম্মু, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নতির জন্য বিজেপির জয় নিশ্চিত করুন। রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের ভোটপ্রচারে এই আহ্বান জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'পদ্ম বোতাম টিপলে আপনারা সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবেন।' রবিবার জম্মুর বরনাই-এ ভোটপ্রচারে নাড্ডা বলেছেন, 'জম্মু ও বিজেপির মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যাকে আমরা শেরে দুগ্গার, পন্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা জি নামে চিনি... পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা জি ভারতীয় জনসংঘের সেই ব্যক্তি যিনি সভাপতি হিসাবে কাজ করেছিলেন। জম্মুর সঙ্গে বিজেপির গভীর সম্পর্ক রয়েছে।'জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, 'পরিবর্তনের ঢেউ এনেছেন মোদীজি। জম্মু ও কাশ্মীরের মাটির সঙ্গে বিজেপির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেখানে কংগ্রেস, এনসি এবং পিডিপির ৩টি পরিবার দুর্নীতির মাধ্যমে এই সুন্দর রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।' নাড্ডার কথায়, 'পাকিস্তান ক্ষুব্ধ হওয়ার ভয়ে শাহপুরকান্দির প্রকল্প হাতে নেয়নি ইউপিএ সরকার। জল আমাদের, এলাকা আমাদের, বাঁধ আমাদের এবং পাকিস্তানের রাগ নিয়ে চিন্তা নেই, এখন শাহপুরকান্দি প্রকল্পের কাজ চলছে এবং জম্মুর প্রতিটি কোণায় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শেষ হবে। হাজার হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া হবে।'

সওয়া তিন দিনেই চেন্নাই টেস্টে বাংলাদেশ শেষ, জয়ের নায়ক জাদেজা-অশ্বিন

চেন্নাই, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চেন্নাইয়ের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারত হেসেখেলে জয় পেল। রবিবার চতুর্থ দিন সকালেই টাইগারদের ৬ উইকেট তুলে নিয়ে ২৮০ রানে বড় জয় পেল ভারত।

প্রথম ইনিংসে ৩৭৬ রান করে ভারত। বাংলাদেশ করেছিল মাত্র ১৪৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ২৮৭ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে ভারত। তাতে বাংলাদেশকে জয়ের জন্য করতে হতো ৫১৫ রান। পাহাড়সম এই রান করতে নেমে তৃতীয় দিন কিছুটা ভালো ব্যাট করলেও চতুর্থ দিন সকালেই ২৩৪ রানেই শেষ হয়ে যায় টাইগারদের ইনিংস। ফলে ২৮০ রানের বড় জয় পেয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত।

দ্বিতীয় ইনিংসে অশ্বিন-জাদেজার স্পিনে শেষ বাংলাদেশের ব্যাটাররা। একমাত্র অধিনায়ক শান্ত ও শাকিব ছাড়া কেউই ভরসা দিতে পারলেন না।বাংলাদেশের উইকেটগুলি ভাগাভাগি করে নিলেন ভারতের দুই স্পিনার অলরাউন্ডার অশ্বিন ও জাদেজা। ৮৮ রানে ৬ উইকেট নিলেন অশ্বিন। ব্যাট-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারও হয়েছেন অশ্বিন। এই নিয়ে ১০ বার টেস্ট ক্রিকেটে ম্যাচের সেরা হলেন। আর ৫৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন জাদেজা। আর বুমরা নিয়েছেন ১টি উইকেট।

পুঞ্চ থেকে এক পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী আটক

পুঞ্চ, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা পাহারা দেওয়ার সময় জওয়ানরা ৩৫ বছর বয়সী এক পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে।

জানা গেছে যে, ওই অনুপ্রবেশকারী যখন সীমান্তের ওপার থেকে এদিকে প্রবেশের চেষ্টা করছিল, সেই সময়ই তাকে আটকানো হয়। তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

রবিবার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে স্বচ্ছতা হি সেবার উপর এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। নিজস্ব ছবি।

শহরের বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা উদ্যোক্তাদের নিয়ে পূর্ব থানায় প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা শহর এলাকার বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা উদ্যোক্তাদের নিয়ে পূর্ব আগরতলা থানায় রবিবার এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শারদ উৎসবকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে আরক্ষা প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পূজার দিনগুলি যাতে শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করা যায় সেই লক্ষ্যে আগরতলা শহর এলাকার বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও পূজা উদ্যোক্তাদের নিয়ে রবিবার আগরতলা পূর্ব থানায় এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ট্রাফিক দপ্তর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর আগরতলা পুরো নিগম সহ অন্যান্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

পূজার বিভিন্ন নিয়মকানুন এবং পূজার দিনগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরোক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে ক্লাব কর্মকর্তাদের মত বিনিময় হয়। বিগত দিনগুলির মত ঐতিহ্য বজায় রেখে পূজার দিনগুলিতে শান্তির পরিবেশ কায়েম করতে ক্লাবগুলিকে নিজেদের উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া পূজার দিনগুলিতে বিভিন্ন পূজা মন্ডপের পাশাপাশি সহ সর্বত্রই অতিরিক্ত পুলিশ টিএসআরও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন থাকবে।

ফের আটক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী

● **আটের পাতার পর**

নিয়ায়ত হোসেন এবং ভাটি অভয় নগরের পিন্টু মিয়া। জিআরপি থানার পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্টি ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। আগামীকালকে তাদেরকে আদালতে হাজির করে তদন্তের স্বার্থে রিমান্ডের অনুমতি চাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

আইজিএম হাসপাতালে বেসরকারী

● **আটের পাতার পর**

পাশাপাশি হাসপাতালে নিয়োজিত উশৃংখল সিকিউরিটি গার্ড এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। রাজ্য সরকারকে আলিমালিপ্ত করতেই একাংশ উশৃংখল নিরাপত্তা রক্ষীরা প্রতিনিয়ত রোগীর আত্মীয় পরিজনদের হেনস্থা করেন বলেও অভিযোগ অনেকের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তির বাজার প্রেসক্লাবের সমস্ত সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ সেপ্টেম্বর।। শান্তির বাজার প্রেসক্লাবের সমস্ত সাংবাদিকদের নিয়ে এক আলোচনা সভায় মিলিত হলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। ২০১৮ সালে পরিবর্তনের পর দক্ষিন জেলায় কোনো মন্ত্রী ছিলোনা। ২০২৩ শের নির্বাচনের পর দক্ষিন ত্রিপুরাবাসীবাসী মন্ত্রী পেয়েছেন।

রবিবার শান্তির বাজার প্রেসক্লাবের সকল সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন মন্ত্রী। কিভাবে সকলে মিলে আগামীদিনে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবে তা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার মাধ্যমে শান্তির বাজার প্রেসক্লাবের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন মন্ত্রীশুক্লাচরন নোয়াতিয়া।

মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার মতো একজন ভালোমনের মানুষকে কাছে পেয়ে খুবই খুশি শান্তিরবাজার প্রেসক্লাবের সকল সদস্যরা।

রাজ্য সমূহের আয় ও সংশ্লিষ্ট

● **আটের পাতার পর**

ত্রিপুরা সরকার আয়োজিত এই কর্মশালায় কর্ণাটক, মেঘালয়, রাজস্থান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, দিল্লি, ওড়িশা, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশের মতো ১৩ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অংশ নেবে। কর্মশালায় মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিএসডিপি) এবং সংশ্লিষ্ট আয় সমষ্টি বা ইনকাম এগ্রিগেটস সমূহকে পরিমাপ করার উপর আলোকপাত করা হবে। এছাড়া, বিভিন্ন রাজ্যের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক জিএসডিপি সম্পর্কিত বোঝাপড়া ও পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণে জিএসডিপি এর ভূমিকা সম্পর্কে বোঝাপড়া আরো উন্নত করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটিতে

● **প্রথম পাতার পর**

এবং কল্যাণপুরের ডেপুটি কালেক্টর এন্ড ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বজিৎ মজুমদার সেখানে ছুটে যায়। দুর্যোগ মোকাবেলা দল, কল্যাণপুর আরক্ষা দপ্তরের কর্মী এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের যৌথ সহযোগিতায় গাছটিকে কাটা হয় এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী তার গুলি সরিয়ে পুনরায় যান চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

কর্মসংস্থানের দাবিতে

● **প্রথম পাতার পর**

যুবতীদের দিশেহারা অবস্থা। কিন্তু সরকার শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও চাকুরী প্রদান করছে না। যেগুলো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলিও মাঝপথে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, প্রাক্তন নেতা অমল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

ছাত্রী নিখোঁজ

● **প্রথম পাতার পর**

না পেয়ে অবশেষে বিশালগড় থানায় একটি নিখোঁজ মামলা দায়ের করেন। বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ উক্ত ঘটনার তদন্তে নামে। তদন্তে নেমে এলাকারই সাগর ভৌমিক নামে এক যুবকের নাম উঠে আসে পুলিশের কাছে। নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে সাগর ভৌমিক জড়িত রয়েছে বলে জানা যায়।

পুজোয় ডিজে

● **প্রথম পাতার পর**

ডিজে ব্যবহার বন্ধ রাখার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি সনাতনীদের পরম্পরার ঐতিহ্য গুলি তুলে ধরার পরামর্শ দেন মেয়র।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

● **প্রথম পাতার পর**

ধর্ষণের খবর চাউর হতেই এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অনেকে আবার এই ঘটনার সাথে সাম্প্রতিক কালের বহু চর্চিত লাভ জিহাদের সম্পর্কও দেখছেন। সে যাই হোক নিন্দনীয় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দাবি উঠছে উপযুক্ত তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হোক।

গোমতী নদীকে

● **প্রথম পাতার পর**

নদীকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা ও নদীর দু'পাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে তিনি আজ গোমতী নদীর তীরে অনুষ্ঠিত গঙ্গাপূজায় অংশগ্রহণ করেন বলে জানান। পরিদর্শনকালে রাজ্যপালের সাথে ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, বিএসএফ-এর ডিআইজি রাজীব অগিহোত্রি প্রমুখ। রাজভবন থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রয়াত সাংবাদিক শহীদ সান্তনু ভৌমিকের স্মরণে সিআইটিইউ অফিসে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। প্রয়াত সাংবাদিক শহীদ সান্তনু ভৌমিকের স্মরণে রবিবার মেলার মাঠে সিআইটিইউ অফিসে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

প্রয়াত সাংবাদিক শহীদ শান্তনু ভৌমিককে স্মরণীয় করে রাখতে আই টি ইউ অফিসে রবিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী ,প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সংগঠনের নেতৃত্ব মানিক দে, সংকর প্রসাদ দত্ত, তপন দাস প্রমুখ। শিবিরে ৩০জন রক্ত দান করেন।

এদিন রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্যসম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন গণতন্ত্রকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করার চক্রান্ত হিসেবেই সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তার এই রক্ত বৃথা যাবে না বলে তিনি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মোদী-বাইডেনের

● **প্রথম পাতার পর**

প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীয়ের জন্য। কী কী উপহার নিয়ে গিয়েছেন মোদী? প্রকাশ্যে এসেছে সেই ছবি। দেখা গিয়েছে, মোদী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে অ্যান্টিক সিলভারের একটি ট্রেনের মডেল উপহার দিয়েছেন। এই ট্রেনে হাতে খোদাই করা কারুকার্য রয়েছে। যা বানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের শিল্পীরা। ৯২.৫ শতাংশ রুপো রয়েছে এই ট্রেনটিতে। ট্রেনের একদিকে খোদাই করা রয়েছে দিল্লি-ডেলাওয়ার। শনিবার আমেরিকা সফরে গিয়েছেন মোদী। বাইডেনের আমন্ত্রণে তাঁর বাসভবনে গিয়েই এই উপহারগুলি দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শুধুই বাইডেন নন, ফার্স লেডি জিলকে কাশ্মীরের পশমিনা শালও উপহার দিয়েছেন মোদী।

ছেলেমেয়েদের

● **প্রথম পাতার পর**

ইন্টারনেটের যুগে এখন সবকিছু আমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু বই আমাদের বরাবরই আকৃষ্ট করে। বই পড়ার পরে যেভাবে মস্তিষ্কে চলে যায় সেটা কিন্তু মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায় না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা প্রতি বছরই বইমেলার আয়োজন করি। কিন্তু সত্যি বললে সারা বছরই বইমেলা। বইয়ের দোকান মানে বছরভর বইমেলা। শিক্ষার্থীরা যখন বইয়ের দোকানে যায় তখন তাদের মধ্যে একটা অন্য ধরণের অনুভূতি চলে আসে। আর স্কুল থেকে বই দেওয়া হলে সেই অনুভূতি আসবে না তাদের। বইয়ের লিস্ট ধরে দোকানে যাওয়ার মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতি আসে। বই মানে মেধা ও মননের উৎস। বইয়ের বিক্রেতা ও প্রকাশক হিসেবে ছেলেমেয়েদের সঠিক দিশা দেখানোর দায়িত্বও অনেকাংশে আপনাদের উপর বর্তায়। আপনাদের এই সংগঠন প্রায় ৫০ বছরের পুরনো। আপনারা গরীবদের বই দিয়ে সাহায্য করেন। বিভিন্ন সামাজিক কাজের পাশাপাশি কৃতি শিক্ষার্থীদেরও সম্বর্ধনা দেন। আপনারা শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের জন্যও এগিয়ে আসেন।

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স সংগঠনের কর্মকর্তাগণ। সভায় আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বন্যাদুর্গতদের জন্য ৫০,০০০ টাকার অর্থ রাশি মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের জন্য প্রদান করা হয়। আর এই মহতী দানের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিন কুখ্যাত চোর গ্রেপ্তার

● **প্রথম পাতার পর**

চুরি করে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে আলী এরশাদ বিশালগড় থানায় চুরির ঘটনা নিয়ে অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ অভিযোগ হাতে নিয়ে প্রথমে গোকুলনগর এলাকার সমরজিৎ রায় নামে এক যুবককে আটক করে। তাকে জোর জিজ্ঞাসাবাদ করার পর উক্ত ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মহাদেব দাস ওরফে দেবজিৎ বাড়ি গোকুলনগর রাস্তারমাথা, জিতেন্দ্র দেববর্মা , বাড়ি বেলবাড়ি এলাকায় এই অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করে।

সমরজিৎ রায়ের বাড়ি থেকে সেলু মেশিনটি উদ্ধার করে। তাদের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নেয়। অভিযুক্তদের রবিবার দুপুরে বিশালগড় পুলিশ কোর্টে প্রেরণ করে। অভিযুক্তরা বিশালগড় গোকুলনগর সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় চুরি ছিনতাইয়ের মত ঘটনা জড়িত। বিশালগড় থানার সেকেন্ড ওসি কপিল পাল উক্ত ঘটনা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেন এবং দুদিনের মধ্যেই চুরি হয়ে যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে ।

পুরনো বিধায়ক

● **প্রথম পাতার পর**

বলেন, সাহায্যের দিক দিয়ে বিজেপি সরকার কোন খানকে রাখেনি। বন্যা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দিকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সহ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। বন্যার ফলে ৩৬ জন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৩ জনের কাছে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী চার লক্ষ টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বাকি তিনজনের কাছেও এক সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছে যাবে সেই টাকা। এছাড়াও যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

প্রচুর মানুষ এখনো শরণার্থী শিবিরে রয়েছেন। রাজ্যে ৬৭ টি শরণার্থী শিবির এখনো চালু রয়েছে, সেখানে ৩৮৭৩ জন শরণার্থী রয়েছেন। পাশাপাশি প্রচুর ঘর বন্যার জোরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের তরফে অতিরিক্ত আরও পঞ্চাশ হাজার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও রেশনিং ক্ষেত্রেও সরকার যথেষ্ট সাহায্য করছে। দুমাস অতিরিক্ত ১০ কেজি চাল প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে খাদ্য দপ্তর। সেই অনুযায়ী সাধারণ মানুষকে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

বিদ্যুৎ, সড়ক, পানীয় জলের উৎস সবকিছুই বন্যা তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই মানুষের জরুরী ভিত্তিতে যেগুলো প্রয়োজন হবে সেগুলি ছাড়াই এর উদ্যোগ আগে থেকেই গ্রহণ করা হচ্ছে। বিদ্যুতের কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও সড়ক এবং ব্রিজ গুলি যেখানে ভেঙে গেছে সেগুলিও সারাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং মৎস্য চাষীদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে সরকার। তাই কংগ্রেস দল বিজেপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলছে, তা ভিত্তিহীন।

এছাড়াও কংগ্রেস দলের সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক বদলির বিষয়টি নিয়েও সরব হয় বিজেপি। তিনি বলেন সরকারি শিক্ষককে কোথাও বদলি করে দেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত দপ্তর নেবে। কংগ্রেস ভবন সেটি ঠিক করবে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিক যুক্তিহীন ভিত্তিহীন বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করার প্রতিবাদে এদিন কংগ্রেস দলকে তীব্র নিন্দা জানায় প্রদেশ বিজেপি দল।

রবিবার রাজ্যের একাধিক জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার কলকতার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। কয়েকটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর।

হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দক্ষিণবঙ্গের দুই ২৪ পরগণা, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আর এদিন উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর এবং মালদার কয়েকটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: নিকোসাল জ্যাকসনের জোড়া গোলে চেলসির সহজ জয়

লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার নিজেদের ম্যাঠে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে হারাল চেলসি।

জোড়া গোল নিকোসাল জ্যাকসনের। ৪ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করেন তিনি। দ্বিতীয় গোল করেন ১৮ মিনিটে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৪৭ মিনিটের মাথায় চেলসির হয়ে তৃতীয় গোল করেন কোল পামার।

এই জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় আর্সেনালকে টপকে চতুর্থ স্থানে উঠেছে চেলসি। তাদের পয়েন্ট পাঁচ ম্যাচে ১০। লিভারপুলের পয়েন্ট চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট।

লিভারপুলের দাপুটে জয়

লিভারপুল, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বোর্নমাউথকে উড়িয়ে প্রিমিয়ার লিগে জয়ের পথে ফিরল আর্না স্লটের দল লিভারপুল।

অ্যানফিল্ডে শনিবার লিগ ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। সবগুলো গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে।

২৬ থেকে ২৮ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে লিভারপুলকে চালকের আসনে বসিয়ে দেন দিয়াস। আর একটি গোল করেন ট্রেন্ট অ্যালেক্সজ্যান্ডার।

পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছে লিভারপুল। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে দুইয়ে নেমে গেছে একটি ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার সিটি।আর পাঁচ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে বোর্নমাউথ।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ড্র

ম্যানচেস্টার, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার রাতে সেলহার্স্ট পার্কে স্বাগতিক ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এর ফলে লিগে পাঁচ ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১১ নম্বরে থাকলো ইউনাইটেড। আর অন্যদিকে এখনও কোনও জয় পায়নি প্যালেস। ৩ ড্রয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১৬ নম্বরে আছে তারা।

প্যালেসের মাঠে এদিন বলের দখলে এগিয়ে ছিল ইউনাইটেড। তারা তারা বল দখলে রেখেছিল ৬৭ শতাংশ। গোলে শটও নিয়েছে ১৫টি। লক্ষ্যে শট রাখতে পেরেছে ৬টি। এরপরও গোল বের করতে পারেননি ব্রুনো ফার্নান্দেজ, আলেহান্দ্রো গারনাচোরা।অথচ আগে ম্যাচে লিগ কাপে বার্নসলির বিপক্ষে ৭-০ গোলে জিতেছিল রেড ডেভিলরা।

সোমবার কিংবদন্তি পাওলো রোসির জন্মদিন

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিশ্ব ফুটবলের নক্ষত্র ইতালির পাওলো রোসি। জাতীয় দলের পাশাপাশি ইতালির ক্লাব ফুটবলেও দীর্ঘ সময় ধরে খেলেছেন তিনি। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত ইতালির হয়ে ৪৮টি ম্যাচে ২০টি গোল রয়েছে তাঁর। ভিসেনজার হয়ে ক্লাব ফুটবল শুরু। এর পর পেরুজিয়ার হয়ে এক বছর খেলে ১৯৮১ সালে জুভেন্টাসে চলে আসেন। সেখান থেকে তারকা হতে খুব বেশি সময় নেননি তিনি। জুভেন্টাসের হয়ে ৮৩টি ম্যাচে ২৪ গোল করেন। ১৯৮৫ সালে এসি মিলানে চলে আসেন। সেখানে এক বছর খেলেন। ক্লাব ফুটবলে মোট ৩৩৮ ম্যাচে ১৩৪টি গোল আছে তাঁর। দু'বার সিরি আ জেতেন। ১টি ইউরোপিয়ান কাপও রয়েছে তাঁর কেরিয়ারে।

তিনি ইতালিকে ১৯৮২-র ফিফা বিশ্বকাপ জেতাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে গোল্ডেন বুট এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের জন্য গোল্ডেন বল জিতেছিলেন। এই বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব এ ছয় গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন। রোসি মাত্র তিনজন খেলোয়াড়ের একজন, এবং একমাত্র ইউরোপীয়, যিনি ১৯৬২ সালে গারিঞ্চা এবং ১৯৭৮ সালে মারিও কেম্পেসের সাথে একটি বিশ্বকাপে তিনটি পুরস্কারই জিতেছিলেন। রোসি ইউরোপিয়ান ফুটবলার হিসেবে ১৯৮২ সালে ব্যালন ডি''অরও জিতেছিলেন। রোসি ইতিহাসের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি এক বছরে এই চারটি পুরস্কার জিতেছেন। রবার্তো ব্যাজিও এবং ক্রিশ্চিয়ান ভিয়েরির সাথে তিনি মোট নয়টি গোল সহ বিশ্বকাপের ইতিহাসে ইতালির সর্বোচ্চ গোলদাতা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই ফুটবলারকে ২০০৪ সালে ফিফার ১০০তম বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে সেরা ১২৫ সেরা জীবিত ফুটবলারদের একজন হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল। ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর, তিনি স্কাই ,রাই স্পোর্টের জন্য একজন স্পোর্টস এক্সপার্ট হিসাবে কাজ করেছিলেন।

সোমবার ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ জন্ম নেওয়া এই কিংবদন্তি ফুটবলার ৬৪ বছর বয়সে ৯ ডিসেম্বর ২০২০-তে প্রয়াত হন।

রবিবার শুরু ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ

দোহা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের বদলে নতুন আঙ্গিকে হতে যাচ্ছে বিভিন্ন মহাদেশের সেরা ক্লাবগুলোকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট। নাম দেওয়া হয়েছে ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ।প্রথম আসরে ম্যাচ হবে মোট পাঁচটি। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ সরাসরি খেলবে ফাইনালে। আগামী ১৮ ডিসেম্বর ফাইনাল হবে কাতারের দোহায়।

এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল আইন ও ওশেনিয়ার চ্যাম্পিয়ন নিউ জিল্যান্ডের অকল্যান্ড সিটির ম্যাচ দিয়ে আজ রবিবার শুরু হবে আসর। এই ম্যাচের জয়ী দল আগামী ২৯ অক্টোবর কায়রোতে খেলবে আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন মিশরের আল আহলির বিপক্ষে। এই ম্যাচের নাম আফ্রিকান-এশিয়ান-প্যাসিফিক প্লে অফ।

পরের ম্যাচগুলি হবে দোহায়। 'ডার্বি অব আমেরিকাস' ম্যাচে ১১ ডিসেম্বর মুখোমুখি হবে লাতিন আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন ক্লাব ও কনক্যাকাফ অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন দল মেক্সিকোর পাচুকা এফসি।এই দুই ম্যাচের জয়ী দল ১৪ ডিসেম্বর খেলবে 'চ্যালেঞ্জার কাপ' নামক ম্যাচে। এই ম্যাচের জয়ী যাবে ফাইনালে। ফাইনালে তারা খেলবে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে। ফাইনাল ম্যাচটি হবে কাতারের জাতীয় দিবসে। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রেকর্ড শিরোপাজয়ী রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাব বিশ্বকাপে রেকর্ডবারের চ্যাম্পিয়ন। তারা শিরোপা জিতেছে পাঁচবার।

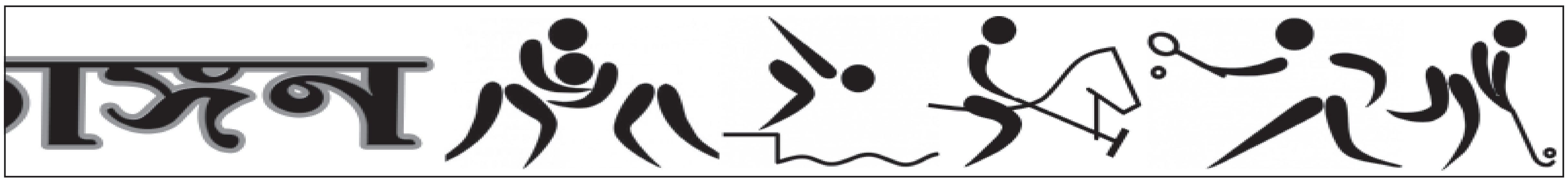

এ ডিভিশন লীগে নাইন বুলেটসকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় লালবাহাদুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের টানা জয় লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের। এদিকে, পরপর দুটি পরাজয় শক্তিশালী নাইন বুলেটস-এর। মুখ্যত এই জয়ের সুবাদে লাল বাহাদুর কিন্তু আরও একবার সুপার ফোর-এর গ্রুপে উঠে এসেছে। মোটকথা আশা জিইয়ে রেখেছে সুপার লিগে খেলার। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় আজ লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার দুই-এক গোলের ব্যবধানে নাইন বুলেটসকে পরাজিত করে মূল্যবান তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিয়েছে। সম সংখ্যক পয়েন্টের পাশাপাশি গোল ব্যবধানের নিরিখে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকায় কিছুটা উন্নীত হয়ে সুপার লিগের আশা জিইয়ে রেখেছে। বিকেল সাড়ে তিনটায় ম্যাচ শুরুতে প্রচন্ড উত্তেজনা পূর্ণ খেলায় গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধে ৮ মিনিটের মাথায় লাল বাহাদুরের রিচার্ড ভানলাল থোয়ামার গোলে লিড নিলেও খেলার ৭৭ মিনিটের মাথায় লাইন বুলেটসের রাজীব সাধন জমাতিয়া গোলটি শোধ করে খেলার সমতা ফিরিয়ে আনে। অতঃপর খেলায় পারস্পরিক আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্যে খেলার গতি যেমন বাড়ে, জয় সূচক গোলের লক্ষ্যে দু-দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াররাও যথেষ্ট চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে খেলার ৮৩ মিনিটের মাথায় লাল বাহাদুর লালমনি জোয়ালা একটি গোল করে দলকে দুই-একে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে গোলটি শোধ করতে লাইন বুলেটস-এর খেলোয়াররা যথেষ্ট চেষ্টা করলেও পেরে উঠেনি। উপরন্ত লাল বাহাদুরের রক্ষণভাগ শক্ত করে দুই-একে জয় ছিনিয়ে মাঠ ছাড়ে। এদিকে, খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি দু দলের দুজন করে চারজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি রক্তিম সাহা, সত্যজিৎ দেবরায়, অরিন্দম মজুমদার ও লিটন সাহা। দিনের খেলা বিকেল সাড়ে তিনটায় এগিয়ে চলো সংঘ বনাম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

নু মাঁকড় ট্রফিতে অংশ নিতে ত্রিপুরা ক্রিকেট দল এখন জয়পুরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভিনু মাঁকড় ট্রফি অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা এখন জয়পুরে। যদিও টুর্নামেন্ট শুরু হতে আরও কয়েকটা দিন বাকি। বিশেষতঃ অভিযোজিত হওয়ার পাশাপাশি ওয়ার্ম আপ এবং জোরদার প্র্যাকটিসের লক্ষ্যে রাজ্য দলকে ক-দিন আগেই শনিবার জয়পুরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ, রবিবার থেকেই ক্রিকেটাররা যথারীতি ব্যাট বল হাতে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। এক-দুই দিন প্র্যাকটিসের পর নিজেদের মধ্যে এবং দুটি অন্য রাজ্য দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে। মূল দলে ১৫ জন ক্রিকেটার থাকবে। তবে চূড়ান্ত দল গঠনের আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে ২০ সদস্যের রাজ্য দল জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টুর্নামেন্ট শুরুর প্রাক্কালে ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত দল গঠন করা হবে বলে খবর রয়েছে। এবারকার অনূর্ধ ১৯ ভিনু মাঁকড় ট্রফি জাতীয় ক্রিকেটে ত্রিপুরার প্রথম ম্যাচ ৪ অক্টোবর, জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচ ৬ অক্টোবর প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ু। পরবর্তী তিনটি ম্যাচ যথাক্রমে ৮, ১০ ও ১২ অক্টোবর মিজোরাম, ওড়িশা ও পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। ২০ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা হলো: দীপজয় দেব (অধিনায়ক ও উইকেট রক্ষক) দেবাংশু দত্ত (সহ-অধিনায়ক ও উইকেট রক্ষক), আয়ুষ অনিল দেবনাথ, শশীকান্ত বিন, রায়হান আহমেদ আরমান, রোহন বিশ্বাস, রাকেশ রুদ্র পাল, অর্কজিৎ রায়, রিয়াদ হোসেন, অনুকূল চন্দ্র দেব, তনয় মন্ডল, রাহুল সূত্রধর, অভীক পাল, শুভজিৎ সঞ্জীব দাস, সৌরভ সাহা, ধৃতিমান নন্দী (উইকেট রক্ষক), অর্কজিৎ পাল, রুদ্র সেনগুপ্ত, অভিরাজ বিশ্বাস। কোচ অমিতাভ বিলাসকর, সন্দীপ ব্যানার্জি ও সুবল চৌধুরী।

রঞ্জি ট্রফির প্রস্তুতি সফরে রাজ্যের সিনিয়র ক্রিকেটাররা এখন ব্যাঙ্গালুরুতে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের সিনিয়র ক্রিকেটাররা এখন ব্যাঙ্গালুরুতে। সেখানে জাস্ট ক্রিকেট একাডেমিতে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে রঞ্জি ট্রফির প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। সঙ্গে চলবে জোরদার অনুশীলন। প্রস্তুতি পর্ব সেরে সিনিয়র ক্রিকেটাররা আগরতলায় ফিরলে চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। ২৬ জন ক্রিকেটার, নয়জন সাপোর্ট পারসোন্যাল সহ ৩৫ জনের দল এখন ব্যাঙ্গালুরুতে রয়েছে। আসন্ন রঞ্জি ট্রফি জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে সিনিয়র ক্রিকেটারদের ব্যাঙ্গালুরুতে প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য রঞ্জি দলের সম্ভাব্য ক্রিকেটাররা হলেন: মানদীপ সিং, জিয়নজিৎ সিং শরথ শ্রীনিবাস, বিক্রম কুমার দাস, বিশাল ঘোষ, রজত দে, তেজস্বী জয়সোয়াল, রিয়াজ উদ্দিন, শ্রীদাম পাল, সম্রাট সূত্রধর, জয়দীপ বণিক, বাবুল দে, শংকর পাল, শুভম ঘোষ, মনিশঙ্কর মুরাসিং, বিক্রম দেবনাথ, অজয় সরকার, সৌরভ দাস, চিরঞ্জিত পাল, চন্দন রায়, পারভেজ সুলতান, সন্দীপ সরকার, জয়দেব দেব, রানা দত্ত, অভিজিৎ সরকার ও শাহরুখ হোসেন। কোচ পি ভি শশীকান্ত, কিশোর মুহুরী ও ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। উল্লেখ্য, ঘরের মাটিতে ২১ অক্টোবর থেকে এবার ত্রিপুরার সিনিয়র দলের রঞ্জি অভিযান প্রতিপক্ষ ওড়িশার বিরুদ্ধে শুরু হবে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট টেবিল: ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেল বাংলাদেশ

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশকে ২৮০ রানে হারানোর পর ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলের জায়গা আরও মজবুত করে ভারত শীর্ষেই থাকল। ভারত এখন ১০ ম্যাচের পরে ৮৬ পয়েন্ট পেল এবং শতাংশ ৭১.৬৭। ভারত-বাংলাদেশ ১ম টেস্টের পর ডব্লিউটিসি পয়েন্ট টেবিল:*ভারত: ১০ ম্যাচে ৮৬ পয়েন্ট, শতকরা ৭১.৬৭অস্ট্রেলিয়া: ১২ ম্যাচে ৯০ পয়েন্ট, শতকরা ৬২.৫০নিউজিল্যান্ড: ৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট,শতকরা ৫০.০০শ্রীলঙ্কা :৭ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট, শতকরা ৪২.৮৬ **ইংল্যান্ড : ১৬ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট, শতকরা ৪২.১৯ **বাংলাদেশ: ৭ ম্যাচে৩৩পয়েন্ট,শতকরা৩৯.২৯দক্ষিণ আফ্রিকা: ৬ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট, শতকরা ৩৮.৮৯পাকিস্তান : ৭ ম্যাচে ১৬পয়েন্ট, শতকরা ১৯.০৫*ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৯ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট, শতকরা ১৮.৫২।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দল ঘোষণা ভারতের

চেন্নাই, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চেন্নাইয়ে টেস্টে জয়ের পরেই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করল বিসিসিআই।আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে কানপুরে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট। প্রথম টেস্টের দলই থাকছে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অর্থাৎ কোনও পরিবর্তন করল না বিসিসিআই।

দ্বিতীয় টেস্টের ভারতীয় দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেল, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ এবং যশ দয়াল।

মেসি-সুয়ারেজকে নিয়েও নিউইয়র্ক সিটির বিরুদ্ধে জিততে পারলো না ইন্টার মায়ামি

নিউইয়র্ক, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজ দুজনেই খেললেন নিউ ইয়র্ক সিটির বিরুদ্ধে, কিন্তু গোল করতে পারলেন না। ইন্টার মায়ামি নিউইয়র্ক সিটির সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিল। তবে ড্র করেও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষেই রইল মায়ামি।শনিবার ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি।৭৫ মিনিটে মায়ামির আলবার পাস থেকে লিওনার্দো কাম্পানা বল জালে পাঠান। ম্যাচে যখন ইন্টার মায়ামির জয় প্রায় নিশ্চিত, ঠিক তখন অর্থাৎ যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে কর্নার থেকে আসা বলে হেড করে গোল করেন জেমস স্যান্ড। এই ড্রয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে ৩০ ম্যাচ শেষে ১৯ জয় এবং ৭ ড্রয়ে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রয়েছে মায়ামি। ২৯ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে সিনসিনাটি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিজেপির সদস্যতা অভিযানে ব্যাপক সাড়া, বাড়ি বাড়ি পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযান শুরু হয়েছে গত ৩ সেপ্টেম্বর থেকে। আর মাত্র এই কয়েকদিনেই রাজ্যের প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ যুক্ত হয়েছেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল তথা বিজেপি পরিবারে।

রাজ্যের ধর্মনগর থেকে সাব্রুম, সর্বত্রই মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে এই অভিযানকে কেন্দ্র করে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা নিজে জনগণের মাঝে পৌঁছে যাচ্ছেন এই অভিযানকে সফল করার লক্ষ্যে। রবিবার বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা গ্রহণে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করেন তিনি।

সরকার পরিচালনার পাশাপাশি দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করছে সকল স্তরের কার্য্যকর্তাদের।

পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে ১২২ কেজি গাজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের গাবতলী সাধুটিলার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে বিএসএফ এবং পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১২২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে।

ঘটনায় জানা যায়, রাজনগর কমলপুর বিওপি তে গোপনে খবর আসে এলাকার এই পরিত্যাক্ত বাড়িতে বেশকিছু অবৈধ মাল মজুত রাখা হয়েছে, খবর পেয়ে কমলপুর বিওপির এসিট্যান্ট কমান্ডেন্ট রাহুল কুমার, পিআরবাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস,এস আই সুজিত সরকার বিএসএফ এবং পুলিশ নিয়ে যৌথভাবে অভিযান চালায়।

অভিযান চালাতে গিয়ে একটি পরিত্যাক্ত বাড়ি থেকে বেশ কয়েক বস্তা শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে অভিযানকারী দল, গাঁজা মালিকানা স্বীকার করতে কেউ আসে নি ,পিআরবাড়ি থানা এনডিপিএস এ্যাক্টে একটি মামলা নথিভুক্ত করে যার নাম্বার ০৪২/২৪ আন্ডার সেকশন ২০(বি)(২)(সি)/২৫/২৭-এ/২৯ এনডিপিএস , মজুত গাঁজার মালিকের খোঁজে পিআরবাড়ি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

২৩ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে সিপিএ ইন্ডিয়া রিজিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে

অভিজিৎ রায় চৌধুরী, নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর।। ১০ম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ) ইন্ডিয়া রিজিয়ন সম্মেলন ২৩ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। লোকসভার স্পিকার তথা সিপিএ সিপিএ ভারত অঞ্চলের চেয়ারপারসন ওম বিড়লা সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন।

৪৬ প্রিসাইডিং অফিসার , ৪ জন চেয়ারম্যান, ২৫ জন স্পিকার, ৩ জন ডেপুটি চেয়ারম্যান, ১৪ জন ডেপুটি স্পিকার - রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আইনসভার এবং তাদের প্রধান সচিব/সচিব এবং সহকারী অফিসাররা সম্মেলনে যোগ দেবেন।

সম্মেলনের আগে সিপিএ ভারত অঞ্চলের কার্য্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক হবে। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে আইন প্রণয়ন সংস্থার ভূমিকা"। সিপিএ ভারত অঞ্চলটি ২০০৪ সালে সিপিএ - এর নয়টি অঞ্চলের একটি হিসাবে পূর্ববর্তী সিপিএ এশিয়া অঞ্চল থেকে তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে, ভারতের সংসদ এবং ৩০ টি রাজ্য/ইউটি আইনসভা সহ এর ৩১টি সদস্য শাখা রয়েছে। এবারে দ্বিতীয়বারের মতো সিপিএ ইন্ডিয়া অঞ্চল সম্মেলন নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মন্ত্রীর সহযোগিতায় ৩৩ দিন পর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ সেপ্টেম্বর।। মন্ত্রীর সহযোগীতায় দীর্ঘ ৩৩ দিন পর মৃতদেহ খুঁজে পেলো পরিবারের লোকজনেরা।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, গত ২০ শে আগষ্ট ২০২৪ সালে শান্তিরবাজার মহকুমার কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের কায়ারাম পাড়ার বাসিন্দা বিরমনী বাড়ীথেকে বেরহবার পর আর বাড়ীতে পৌঁছায়নি। পরিবারের লোকজনের ধারনা বর্ষার ফলে মাটির ধ্বস পরে বীরমনী ত্রিপুরার মৃত্যু হয়। বীরমনী ত্রিপুরার সহধর্মীনি ছারা আর কেউ নেই। তাই তিনি এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার নিকট উনার স্বামীকে খুঁজে পেতে সাহায্য চাইলেন।

অবশেষে রবিবার অনেক খোঁজিখুঁজির পর মন্ত্রী, শান্তির বাজার মহকুমাশাসক ও নবমবাহিনী টি এস আর এর এস ডি আর এফ টিমের সহযোগীতায় দীর্ঘ ৩৩ দিন পর বিরমনী ত্রিপুরার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। বাড়ীর পাশ্ববর্তী এলাকায় মাটি চাপাপরে শাসরুদ্ধহয়ে বিরমনী ত্রিপুরা পরলোক গমন করেন।

উনার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার খবর ছরিয়ে পরতেই ঘটনাস্থলে ছুঁটেযায় মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েতসমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, শান্তির বাজার মহকুমাশাসক মনোজ কুমার সাহা, বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস সহ অন্যান্যরা।

শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে বিরমনী ত্রিপুরার মৃতদেহ দাহ করার জন্য নগদ দশ হাজার টাকা পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মহকুমাশাসক জানান বিরমনী ত্রিপুরার পরিবারেকে রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে আরো ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা দেওয়া হবে এবং কেন্দ্রীয়সরকারের পক্ষ থেকে নগদ ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। মোট ৬ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে।

মৃতদেহ খুঁজে পাবার পর মেডিকেল টিমের উপস্থিতিতে মৃতদেহ ঘটনাস্থলে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়ার সহযোগীতায় পরিবারের লোকজন সরকারি আর্থিক সহযোগীতা পেয়েছে ও বিরমনী ত্রিপুরার মৃতদেহ পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়েছেন। তাই সকলে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়াকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আইন ও বিচার মন্ত্রকের আইন প্রণয়ন বিভাগের স্বচ্ছতা অভিযান

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।। আইন ও বিচার মন্ত্রকের আইন প্রণয়ন বিভাগ নতুন দিল্লির শাস্ত্রী ভবন প্রাঙ্গণে স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান এর বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসাবে যন্ত্র-সরঞ্জামের সাহায্যে শনিবার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত সচিব শ্রী দিবাকর সিং, যুগ্ম সচিব/নোডাল অফিসার শ্রী আর কে পট্টনায়েক এবং অপর যুগ্ম সচিব ডঃ কে ভি কুমার উপস্থিতিতে আইন বিভাগের আধিকারিকরা এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী এই অভিযানে অংশ নেন। এই উপলক্ষে আধিকারিকরা এই অভিযানের গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সময় সকলকে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে ফটিকরায়ের সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২২ সেপ্টেম্বর।। ফটিকরায়ের বাজার সাফাইয়ে হাত লাগালেন মন্ত্রী, জেলাশাসক থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে এই সাফাই অভিযানের আয়োজন।

স্বচ্ছতা হি সেবা এই বার্তাকে সামনে রেখে ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে অনুষ্ঠিত হলো স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ২রা অক্টোবর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন এবং জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুড়ে চলছে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচী।

এরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার কুমারঘাট ব্লক প্রশাসনের ব্যাবস্থাপনায় ফটিকরায় বাজারে অনুষ্ঠিত হয় স্বচ্ছভারত অভিযান এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কেবিনেট মন্ত্রী তথা ফটিকরায়ের বিধায়ক সুধাংশু দাস, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলা শাসক ডিকে চাকমা, কুমারঘাট ব্লক আধিকারিক ডক্টর সুদীপ ভৌমিক সহ অন্যান্য অতিথিরা।

কর্মসূচীতে এদিন ঝাড়ু হাতে ফটিকরায় বাজারে সাফাইয়ে নামেন মন্ত্রী, জেলা শাসক সহ অন্যান্য অতিথীরা। ঝাড়ুদারের মতোই ঝাড়ু হাতে এদিন বাজার এলাকায় পরিষ্কারে নামেন মন্ত্রী সহ অন্যান্যরা। কর্মসূচীতে আলোচনা রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, এলাকাকে পরিষ্কার রাখতে গেলে আগে নিজেদের সচেতন হওয়া আবশ্যক। তিনি বলেন, আগে মানুষের মধ্যে সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়নি, সরকারীভাবে ছিলোনা এসব নিয়ে কোন উদ্যোগ। মানুষের বাড়ীতে ছিলোনা বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয়। তাই তৎকালীন সময়ে গ্রামাঞ্চলের একাংশ মানুষকে প্রাকৃতিক কাজ সারতে হতো রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়ে বা বাড়ীর কাছে খোলা আকাশের নিচে। আর এতে দূষিত হতো পরিবেশ। কিন্তু নরেন্দ্রমোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর ঘরে ঘরে শৌচালয় তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং গোটা দেশে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটা স্বচ্ছভারতের নিদান বলে দাবী করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।মন্ত্রী বলেন, গত প্রায় তিন থেকে চার বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে এই কর্মসূচী চলে আসছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। মূলত সেবা হি সংগঠন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষে এবং পরিবেশকে নির্মল করে তুলতে এই ধরনের কর্মসূচীর আয়োজন বলে জানান মন্ত্রী।

এদিন সাফাই অভিযানের পাশাপাশি বাজারের বিভিন্ন জায়গায় গাছের চারাও রোপন করা হয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

আইজিএম হাসপাতালে বেসরকারী নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে আক্রান্ত রোগীর পরিজনেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। ফের বেসরকারী নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হাসপাতালে রোগীর পরিজনেরা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে আইজিএম হাসপাতালে।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, পশ্চিম প্রতাপগড় এলাকার বাসিন্দা, গৌতম চক্রবর্তী তার নয় মাসের শিশু সন্তানকে নিয়ে আইজিএম হাসপাতালে আসে চিকিৎসার জন্য। শনিবার রাতে শিশুটিকে দেখতে এসেছিল তার কাকা উদয় চক্রবর্তী। তখনই বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা দুই ভাই।

গৌতম চক্রবর্তীর অভিযোগ, তার ভাই উদয় চক্রবর্তী যখন হাসপাতালে আসেন তখন তিনি একটি পার্টি থেকে এসেছিলেন। তার পকেটে মাদকদ্রব্য ছিল। তাই তিনি সেটি রাস্তায় ফেলে হাসপাতালের ভেতর প্রবেশ করছিলেন। কিন্তু সেটি ফেলতে দেখে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা। সঙ্গে সঙ্গে তারা উদয় চক্রবর্তী এবং গৌতম চক্রবর্তীর উপর চড়াও হয়। ১০ থেকে ১২ জন সিকিউরিটি গার্ড তাদেরকে চক্ষু বিভাগে নিয়ে গিয়ে প্রচন্ড মারধর করেছে বলে অভিযোগ। এতে রক্তাক্ত হয়েছেন দুই ভাই।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। পুলিশ এসে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ডাস্টবিনে মদের বোতল ফেলার কারণে কেন ওই দুই ভাইকে মারধর করা হলো তার প্রশ্ন তুলেছেন আক্রান্ত দুই ভাই।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। স্বচ্ছতাই সেবা এবং এক পের মা কে নাম কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে রবিবার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

স্বচ্ছতাই সেবা এবং এক পের মা কে নাম কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বৃক্ষরোপণ এবং স্বচ্ছতা অভিযানের মধ্য দিয়ে এই দিনটিকে পালন করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে এবং মিশন ডাইরেক্টর সুমিত্রা রায়চৌধুরী অন্যান্য আধিকারিকরা।

এদিন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অফিস প্রাঙ্গনে হয় এই অনুষ্ঠান। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে স্বাস্থ্য সচিব কিরণগিত্তে বলেন ,দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রত্যেককে মায়ের নামে একটি করে গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

আমরা প্রত্যেকে মাকে যেমন ভালবাসি শ্রদ্ধা করি ঠিক তেমনি মায়ের নামে গাছ লাগালে সেই গাছকেও সেই ভাবেই ভালোবেসে বেঁচে থাকতে সহযোগিতা করব বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

রোটারি ক্লাব অব আগরতলা নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থার সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শিশুদের সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। গত ২১ শে সেপ্টেম্বর রোটারি ক্লাব অব আগরতলা উদয়পুর সোনামুড়া চৌমুহনীতে নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থার সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঐ এলাকার প্রায় একশত জন শিশুদের মধ্যে খাতা, কলম, বিস্কুট ইত্যাদি সামগ্রী বিতরণ করে।

উদয়পুরের এই এলাকা এবারের বন্যায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রোটারি ক্লাব অব আগরতলা বন্যার সময় নৌকো করে ওই এলাকাতে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছিল। আসন্ন দূর্গাপূজা উপলক্ষে এলাকার বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে শাড়ী ও পুরুষদের মধ্যে ধুতি বিতরণ করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব আগরতলা ও নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থার দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এলাকার শিশুরা সহ বয়স্কদের মধ্যেও বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, রোটারী ক্লাব অব আগরতলার তরফে রোটারিয়ান ডাঃ বিধান গোস্বামী, রোটারিয়ান প্রিয়নাথ দাস, রোটারিয়ান সুজিত চন্দ, রোটারিয়ান কিশোলয় ঘোষ ও নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থার পক্ষে সুব্রত দাস ও পায়েল দাস উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এলাকার শিশুশিল্পীরা এক মনোরঞ্জন অনুষ্ঠানের উপহার দেয়।

নৈশপ্রহরী চলাকালীন এক চোরকে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২২ সেপ্টেম্বর।। পুলিশের তৎপরতায় বাঁচল এক ব্যক্তির দোকান। ধরা পড়লো চুরি করতে আসা চোর। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরও তথ্য বের করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে।

চুরির হাত থেকে শনিবার রাতে পুলিশের তৎপরতায় বাঁচলেন কমলপুর নেতাজি চৌমুহনীর অফিস রোডের ব্যবসায়ী দীপঙ্কর চক্রবর্তী ওরফে অপু। আজ অপু নিজেই জানালেন, রাত পৌনে তিনটা থেকে তিনটা নাগাদ উনার মোবাইল নাম্বারে অপরিচিত একটি নম্বর থেকে ফোন আসে। রিসিভ করে জানতে পারেন এটি থানার নাম্বার। থানার নির্দেশে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সামনেই উনার ভুসিমাল ও রামদেবের কোম্পানির বিভিন্ন সরঞ্জাম এর দোকানের সামনে পৌঁছান। গিয়ে দেখেন থানার পুলিশ কর্মীরা দাঁড়িয়ে। দেখেন দোকানের তালা ভাঙ্গা। পুলিশকে নিয়ে দোকানের ভিতরে ঢোকেন অপু। দেখা যায় দোকানের জিনিসপত্র তছনছ হয়নি। কিন্তু দোকানের শেলফের তলায় আত্মগোপন করে আছেন এক যুবক।

পুলিশের দাবড়ানি খেয়ে বের হয়ে আসা ওই যুবক জানায় তার নাম সজল দাস, বাবা হরেন্দ্র দাস। বাড়ি স্থানীয় মরাছড়ার লালছড়ি এলাকায়। ওই চোরকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। আসলে ফাঁকা এলাকায় গভীর রাতে হাত সাফাইয়ের উদ্দেশ্যেই তালা ভেঙে দোকানে ঢুকেছিল সে। কিন্তু পুলিশ যে চুপিচুপি নৈশ প্রহরা দিচ্ছে সেটি তার জানা ছিল না। পুলিশ বাহিনী দোকানের তালা ভাঙ্গা দেখে থমকে দাঁড়ায়। দরজায় লেখা নম্বরে ফোন করে অপুকে। এতে রক্ষা পেল ওই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর রুজি রোজগার।

পুলিশের এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে ওসি সঞ্জয় লস্কর। কমলপুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলছে চোরেদের দৌড়াত্ব। দোকান, বাজার, বাড়ি কোথাও নিস্তার নেই তাদের হাত থেকে। যেহেতু একজন ধরা পড়েছে তাই তাকে করকে দিলেই বের হয়ে আসবে বাকি নামগুলো।

ফের আটক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ১১জন বাংলাদেশী নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। বাধারঘাট রেল স্টেশনে আরপিএফ ও জিআরপি পুলিশের যৌথ অভিযানে ১১ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে।

আরপিএফ ও জিআরপি পুলিশের যৌথ অভিযানে তাদের আটক করা হয়। ধৃতদের মধ্যে ৭জন পুরুষ সহ ৪ জন মহিলা রয়েছেন। বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করায় পুলিশ ৩ জন ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের বিবরণ অনুযায়ী তারা অবৈধভাবে ত্রিপুরার সীমান্ত দিয়ে ভারতের প্রবেশ করে এবং রেলপথে বহিরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আগরতলা জিআরপি থানার ওসি তাপস দাসের নেতৃত্বে পুলিশ তাদের ধরে ফেলে।

ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মোহাম্মদ রুবেল,কামরুল হাসান, মোহাম্মদ সায়িম, মোঃ কাশেম, আইয়ুব আলী, সোহাগ মিয়া, কামাল উদ্দিন। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলায়। ধৃত মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন মনোরা বেগম, স্বপ্না খাতুন, জলি বেগম, এবং পারভিন বেগম। ধৃত ৩ ভারতীয় টাউট এর মধ্যে রয়েছেন আসামের শিলচরের প্রসেনজিৎ সরকার, আগরতলার বিটারবনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সমূহের আয় ও সংশ্লিষ্ট আয়-সমষ্টি নিয়ে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আগামী ২৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের উদ্যোগে রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরীন আয় ও সংশ্লিষ্ট সমষ্টিগত আয়ের উপর এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরার অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান দপ্তরের সহযোগিতায় এই কর্মশালা চলবে আগামী ২৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার বৈঠক

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক কীভাবে আরও গভীর করা যায় তা নিয়ে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বার্মা।

বৈঠক শেষে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও ভারত সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চায়।

রবিবার বিকেল ৪টায় ঢাকার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্য্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে ভারতের উপ-হাইকমিশনার প্রভন বাধেও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে বিএনপি নেতাদের মধ্যে মির্জা ফখরুল ছাড়াও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী এবং আন্তর্জাতিকবিষয়ক কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ অংশ নেন।

বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, রবিবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার সৌজন্য সাক্ষাতে এসেছিলেন। ভারত-বাংলাদেশের যে সম্পর্ক সেটা কীভাবে আরও গভীর করা যায়, দৃঢ় করা যায়- সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও তারা সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চান। বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমাদের যে সমস্যা তা তুলে ধরেছি।

জলের সমস্যার কথা বলেছি, আমাদের সীমান্তে হত্যা বন্ধ করা প্রয়োজন, তা বলেছি।

আমাদের যে সিকিউরিটি এ বিষয়টাও আছে। তারা বলছেন- এ বিষয়গুলোর প্রতি তারা সজাগ এবং সমন্বয়ের চেষ্টা করছেন।

বৈধভাবে ভারতে আসা বাংলাদেশি নাগরিকরা হয়রানির শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। বৈধভাবে ভারতে আসা বাংলাদেশি নাগরিকদের হয়রানি শিকার হতে হয়েছে। পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিশালগড়ে। বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকার চরকবন সড়কে আগরতলার কিছু যুবক তিনটি গাড়িতে থাকা নাগরিকদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। তাদের সন্দেহ ছিল গাড়িতে থাকা অনেকেই বাংলাদেশি। কিন্তু বিশালগড় থানায় আসার পর জানা যায় তাদের মধ্যে কেবল ৬ জন বাংলাদেশের নাগরিক। তারা বৈধভাবে ভারতে এসেছে বিয়ের অনুষ্ঠানে। তাদের সঙ্গে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরাও ছিল। তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যেই তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। তারা পাসপোর্ট নিয়ে বৈধভাবেই ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।